NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সমরেশ বসুর বিচিত্র জীবন ও সাহিত্য অত্যন্ত নিবিড়!

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে গর্জে উঠল বাগনানের মহিলারা ৫

কলকাতা ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ১৭৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 11.12.2023, Vol.17, Issue No. 179, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সোমে অন্য ভূমিকায় কুণাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন এসএলএসটি (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির) চাকরিপ্রার্থীরা। রবিবার জানা গেল, সেই বৈঠকে সশরীরে হাজির থাকবেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও। তবে রাজনৈতিক পরিচয়ে নয়। শনিবারই তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের মধ্যস্থতায় ঠিক হয়েছিল সোমবারের বৈঠক। এবার তৃণমূলের মুখপাত্র কুণালকে দেখা যাবে চাকরিপ্রার্থীদের তরফের প্রতিনিধি হিসেবে। বিকাশ ভবনে চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে শিক্ষা দফতরের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কুণাল। তিনি বলছেন, 'চাকরিপ্রার্থীরা আমায় অনুরোধ করেছেন। আমি ওঁদের তরফে যাব।' এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ অভিষেক সেন বললেন, 'আমরা চেয়েছিলাম কুণালদা আমাদের হয়ে বৈঠকে থাকুন। তিনি তাতে রাজি হয়েছেন।'

নবান্নে অবস্থান বিক্ষোভের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১ হাজার দিন পার করেছে এসএলএসটি চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলন। অন্য দিকে ৩১৮ দিন পার সংগ্রামী যৌথমঞ্চের ডিএ আন্দোলনের। দাবি পূরণ না হওয়ায় এবার ১৯,২০,২১,২২ ডিসেম্বরের এই চারদিন নবান্নের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করার সিদ্ধান্ত নিল সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। পুলিশ অনুমতি না দিলে আদালতে যাবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে তারা। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ফের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে যৌথমঞ্চ। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন সংগ্রামী যৌথমঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। বলেন, '৩১৮ দিনে পড়ল সংগ্রামী যৌথমঞ্চের অবস্থান। আগামী ১৯,২০,২১,২২ ডিসেম্বর এই চারদিন নবান্নের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করব আমরা। হাওড়া পুলিশ অনুমতি দেয়নি। আমরা এই নিয়ে হাইকোর্টে যাব।' ডিএ আন্দোলনকারীরা সুর চড়াচ্ছেন। বলছেন, জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ফের ধর্মঘটের ডাক দিচ্ছেন তাঁরা। এর জন্য যদি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে অসুবিধা হয়, তাঁদের কিছু করার নেই।

ব্রিগেডে সমাবেশ! মিলল না অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যজুড়ে 'ইনসাফ যাত্রা' শুরু করেছে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। নতুন বছর কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বড়সড় সমাবেশের কর্মসূচি রয়েছে সিপিএমের যুব সংগঠনের। আগামী ৭ জানুয়ারি সেই সমাবেশের পরিকল্পনা অনেক আগেই করেছিল। কিন্তু তার একমাস আগেও ব্রিগেড সমাবেশের অনুমতি মিলল না। সূত্রের খবর, ফোর্ট উইলিয়ামের তরফে এখনও সিপিএমের যুব সংগঠনের এই সভার অনুমতি দেওয়া হয়নি। যা নিয়ে অনিশ্চয়তা ঘনিয়েছে। এখন পরবর্তী পদক্ষেপ কী? তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। আলিমুদ্দিন সূত্রে শোনা যাচ্ছে, ওইদিন ব্রিগেডে সমাবেশের অনুমতি পেতে নাকি দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। যুব প্রজন্মকে ময়দানে নামিয়ে সংগঠনকে চাঙ্গা করে তোলার পরিকল্পনা সিপিএমের। সেই লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে আমজনতার অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে ইনসাফ যাত্রা করে চলেছে ডিওয়াইএফআই। নেতৃত্বে রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন জেলায় জেলায় পদযাত্রা চলছে। তার সমাপ্তি অনুষ্ঠান আগামী ৭ জানুয়ারি, কলকাতার ব্রিগেডের মাঠে। কিন্তু অনুমতির গেরোয় তাও এখন অনিশ্চিত।

আলিপুরদুয়ারে সরকারি পরিষেবা দেওয়ার উপর জোর মুখ্যমন্ত্রীর

তোপ দাগলেন কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে

আলিপুরদুয়ার, ১০ ডিসেম্বর: উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বছর পেরোলেই লোকসভা নির্বাচন। তবে আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক সভায় তা নিয়ে সরাসরি বার্তা দিলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং রবিবার আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক সভা থেকে পাহাড়ের সাধারণ মানুষদের সামনে আরও একবার বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধার কথাই বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করলেন।

রবিবার আলিপুরদুয়ারে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে চা শ্রমিকদের হতে জমির পাট্টা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁদের কাজ নেই তাদের মাসিক ভাতা, ইলেকট্রিক বিল, জল বিনামূল্যে দেওয়ার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যে সকল চা বাগান বন্ধ রয়েছে সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের অসুবিধা হচ্ছে। ওনাদের মাসে মাসে দেড় হাজার টাকা দিন। পানীয় জল, বিদ্যুত, স্বাস্থ্য পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। চা বাগানের শ্রমিকদের পাট্টা দেব। আজ ছ হাজার পাট্টা দেওয়া হবে। আমরা অনেক জমি অধিগ্রহণ করেছি।' মমতা বলেন, 'আমি জেলাশাসককে বলব যাঁদের জায়গা মেলেনি তা নিয়ে পাট্টা দেবেন। মোট ১৩ হাজার পাট্টা দেব।'

উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে ঘুরে ফিরে আসে 'কন্যাশ্রী', 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'সবুজশ্রীর' মতো নানা প্রকল্পের কথা। মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 'আগামী ১২ ডিসেম্বর নগদ ৫ হাজার টাকা পেতে চলেছেন প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ কৃষক।' একইসঙ্গে তাঁর ঘোষণা, 'একটা বাড়িতে ৫টা বউ থাকলে ৫ জনই লদীর ভাণ্ডার পাবেন।' মনে করিয়ে দিলেন কেন্দ্রের তরফ থেকে বঞ্চনার কথাও। এদিনের মঞ্চ থেকে ফের বললেন, '১০০ দিনের কাজের টাকা আমরা পাচ্ছি না। বাংলার বাড়ির টাকাও দিচ্ছে না। এটা ওদের টাকা নয়। সব ট্যাক্স তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের শেয়ারের টাকা দিচ্ছে না।'

মমতা জানান, 'প্রত্যেক বছর কৃষকদের সহায়তায় ১০ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে থাকে রাজ্য সরকার। বছরে ২ দফায় এই টাকা দেওয়া হয়।' আগামী ১২ ডিসেম্বর রাজ্যের ১ কোটি ২০ লক্ষ কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নগদ ৫ হাজার টাকা পৌঁছে যাবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

কয়েকদিন আগের অসময়ের বৃষ্টিতে বহু কৃষকেরই জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। একদিকে যেমন ধানে পচন ধরেছে, অন্য দিকে, আলুচাষেও বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। যার জেরে রীতিমতো কপালে ভাঁজ কৃষকদের। এই পরিস্থিতি কৃষকদের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অকাল বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হওয়ায় এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'এখন কৃষকদের শস্য বিমার টাকা সরকার দেয়। কৃষিজমির সেস আমরা তুলে দিয়েছি। সরকার নিজে খাজনা দেয়। তাই যাঁদের শস্য বিমা করা রয়েছে সকলেই টাকা পাবেন। আর যাঁদের করা নেই দুয়ারে সরকারে দরখাস্ত করবেন। দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৫ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদন করা যাবে।' মমতা জানান, যাঁদের জমির ফসল এই বৃষ্টিতে নষ্ট হয়েছে, যাঁদের শস্যবিমা করা রয়েছে তাঁরা সকলেই টাকা পাবেন।

এদিনের মঞ্চ থেকে নকল আদিবাসী শংসাপত্র তৈরি করে যাঁরা সরকারি সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিতে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'রাজ্য সরকার এই সকল জাল নথি খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে। উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে না পারলে সেই সকল জাল নথি বাতিল হবে।' এরই পাশাপাশি এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরামর্শ দেন, যে সব আদিবাসী শংসাপত্র নেই তাঁরা নতুন শংসাপত্র কীভাবে তৈরি করবেন সে ব্যাপারেও।

মমতার বিরক্তিতে ২৪ ঘণ্টাতেই কাজ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুরদুয়ার: শনিবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউস থেকে বেরিয়ে দু'কিলোমিটার রাস্তা হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় লাগোয়া রাস্তায় খানাখন্দ থাকায় বিরক্ত হন। একইসঙ্গে দ্রুত মেরামতির নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হল রাস্তা সংস্কারের কাজ। তদারকি করলেন খোদ পুরসভার চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর। আলিপুরদুয়ার ইন্ডোর স্টেডিয়াম ও জেলা বন দপ্তরের ভবনের অবস্থা নিয়ে মৃদু ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, সময়ের মধ্যে সব কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে জেলাশাসককে নির্দেশ দেন। ইউনিভার্সিটি লাগোয়া রাস্তায় খানাখন্দ থাকায় সেটা দ্রুত মেরামতির আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার নির্দেশের পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই দেখা গেল প্রশাসনিক তৎপরতা। শুরু হল রাস্তার সংস্কার।

নতুন মুখেই আস্থা পদ্ম শিবিরের, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই

ছত্তিশগড়, ১০ ডিসেম্বর: ছত্তিশগড়ে নয়া মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে নতুন মুখেই আস্থা রাখল বিজেপি। ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাইকে বেছে নিতে নিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

তিন রাজ্যের মধ্যে ছত্তিশগড়ে প্রথম জয় পাওয়ার পর বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করল। ৩ ডিসেম্বর চার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছিল। তার এক সপ্তাহ পর ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা হল। ছত্তিশগড়ে অজিত যোগীর পর দ্বিতীয় আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী হলেন বিষ্ণু দেও। তাঁকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিষ্ণু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, আমি আমার সরকারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গ্যারান্টি পূরণ করার চেষ্টা করব'। সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে পাঁচ রাজ্যের মধ্যে তিন রাজ্যে বিপুল ভোটে জয় পেয়েছে বিজেপি। এই তালিকায় রয়েছে ছত্তিশগড়ও। কংগ্রেসের থেকে হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সেখানে ফুটেছে পদ্ম। সূত্রে খবর, রবিবার রায়পুরে দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করে বিজেপি নেতৃত্ব। সেই বৈঠকে ছিলেন ছত্তিশগড়ের বিজেপি সাংসদরাও। মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে তাঁদের মতামত নেওয়া হয়।

নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণেও দেখা গিয়েছে, ছত্তিশগড়ে তপসিলি জাতি ও জনজাতিদের সিংহভাগ ভোট এ বার বিজেপির অনুকূলে গিয়েছে। অথচ ২০১৮ সালের বিধানসভা ভোটে এই ভোটই গিয়েছিল কংগ্রেসের ঝুলিতে। মনে করা হচ্ছে, লোকসভা ভোটের আগে আদিবাসী ভোটব্যাঙ্ক অক্ষুণ্ণ রাখতেই বিষ্ণুকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেছে নিল পদ্মশিবির। রবিবার রায়পুরে দলের নবনির্বাচিত ৫৪ জন বিধায়ককে নিয়ে বৈঠকে বসেন পর্যবেক্ষকেরা। সেই বৈঠকেই বিষ্ণুর নাম উঠে আসে।

ছত্তিশগড়ে ৯০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৫৪টি পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সে রাজ্যে সরকার গড়ার পথে গেরুয়া ব্রিগেড। সেই কারণে আদিবাসী থেকে ওবিসি সব দিক নজর রেখে ছত্তিশগড়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনে জোর দিয়েছিল বিজেপি। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অগ্রাধিকার পায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আদিবাসী সমাজের বড় নেতা বিষ্ণু দেও সাইয়ের নাম। পাশাপাশি একাধিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ২০২০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ছত্তিশগড়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি ছিলেন এই বিষ্ণুদেও সাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রথম মেয়াদে কেন্দ্রীয় ইস্পাত প্রতিমন্ত্রী ছিলেন বিষ্ণুদেও। ছত্তিশগড়ের রায়পুর কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্বকারী বিজেপির লোকসভা সদস্যও ছিলেন তিনি। বিষ্ণু দেও সাই বিজেপির জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যও। আরএসএস এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংয়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন রাজনৈতিক মহলে।

১৯৬৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যশপুরে এক কৃষক পরিবারে জন্ম নেন বিষ্ণু দেও সাই। ১৬ তম লোকসভায় তিনি ছত্তিশগড়ের রায়গড় থেকে জিতে সাংসদ হন। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত দু'বার বিধায়ক ছিলেন। এরপর ১৯৯৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সাংসদ ছিলেন। সাংসদ থাকাকালে তিনি অনেক কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদেও দায়িত্ব সামলেছেন। পড়াশোনা শেষ করে রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করেন বিষ্ণু। ১৯৮০ সালে বাগিয়া থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন।

ভাইপো আকাশকেই উত্তরসূরী হিসেবে বেছে নিলেন বিএসপি নেত্রী মায়াবতী

সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল তৃণমূল কংগ্রেস

লখনউ, ১০ ডিসেম্বর: ভাইপো আকাশ আনন্দ। বয়স মাত্র ২৮। আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে পরিবার তন্ত্রে ভরসা রেখেই ভাইপোকেই দলের উত্তরসূরী হিসেবে বেছে নিলেন বহুজন সমাজ পার্টি নেত্রী মায়াবতী। একদা উত্তরপ্রদেশ শাসন করেছে বিএসপি। দলের সর্বময় নেত্রী মায়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছেন বার চারেক। ইদানীং জনসমর্থন কমলেও এখনও লোকসভায় ১২টি আসন রয়েছে বিএসপির হাতে। সেই বিএসপিই ২০২৪-এ আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে রবিবার লখনউতে ঘোষণা করল দলের ভাবী সর্বময় নেতার নাম। মায়াবতীর ছোট ভাই আনন্দ কুমারের ছেলে আকাশ।

বিদেশে পড়াশোনা তাঁর। ২৮ বছরের আকাশ দেশে ফেরেন বছর ছয়েক আগে। রাজনীতিতেও তিনি নবীন। তবে বিএসপি সূত্রে খবর, ভাইপো আকাশকে রাজনীতিতে আনার প্রস্তুতি দীর্ঘদিন ধরেই নিচ্ছিলেন মায়া। রবিবার নেত্রী মায়াবতী বিএসপি উত্তরসূরির নাম ঘোষণা করতেই স্বাগত জানানো হয় তৃণমূলের তরফ থেকে। এনিয়ে দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'মায়াবতীজি কী সিদ্ধান্ত নিলেন, সেটা তাঁদের দলের নিজেদের ব্যাপার। তা নিয়ে মন্তব্য করব না। তবে উনি যে নতুন প্রজন্মকে এভাবে এগিয়ে দিতে চাইছেন, তাকে স্বাগত জানানো যেতেই পারে। এখন তো নতুন প্রজন্মকেই কাজ করতে হবে। তাঁদের গাইড করার জন্য অবশ্যই মায়াবতীজি ও দলের অন্যান্য বর্ষীয়ান নেতারা থাকবেন। কিন্তু রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যুব প্রজন্মকেই। আশা করি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে কাজ করবেন।' লন্ডনে পড়াশোনা করা আকাশের রাজনৈতিক অভিষেক হয়েছিল পিসি মায়াবতীর হাত ধরেই। বিএসপি নেতাদের কথায়, ছ' বছর আগে হঠাৎই একদিন আকাশকে নিয়ে দলের এক কর্মসূচিতে এসে হাজির হয়েছিলেন মায়াবতী। শাহারানপুরে এক সভায় আকাশের রাজনীতিতে হাতেখড়ি। পিসি মায়বতীর নির্দেশে খুব শীঘ্রই দলের নানা কাজে ছোট খাট দায়িত্ব পেতে শুরু করেন আকাশ। তখন থেকেই দলের ভিতরে তাকে ঘিরে শুরু হয়েছিল জল্পনা।

২০১৯ সালে আকাশ তাঁর প্রথম জনসভা করেন উত্তরপ্রদেশের আগরায়। ওই বছরেই লোকসভা ভোটের প্রচারের দায়িত্বও দেওয়া হয় মায়াবতীর ভাইপোকে। ওই বছর লোকসভা নির্বাচনে বিএসপির প্রচারের রণকৌশল ঠিক করার ভার দেওয়া হয়েছিল আকাশকে। তরুণ নেতা নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন ওই ভোটে। মনে করা হয়, ২০১৪-এর লোকসভায় শূন্য হয়ে যাওয়া বিএসপিকে টেনে ২০১৯-এর লোকসভা ১২টি আসনে ফিরিয়েছিল আকাশের ঠিক করে দেওয়া প্রচারের রণকৌশল। এ বছরের বিধানসভা ভোটেও আকাশের দায়িত্বে থাকা রাজ্যগুলিতে খারাপ ফল করেনি বিএসপি। রাজস্থানে বিএসপি দু'টি আসন দখল করেছে। অন্য রাজ্যগুলিতে নিজের ভোট শতাংশও যত দূর সম্ভব অটুট রেখেছে বিএসপি। যার কৃতিত্ব দলের অনেকেই আকাশকে দেন। শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত এই ছেলেটির মধ্যে ভালো নেতা হওয়ার গুণ আছে অনেকেই মনে করেন। মনে করা হয়, আকাশ ধীরে ধীরে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে নিজের অবস্থান পাকা করে নেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে দলের ব্যাটন তাঁর হাতে দেওয়া মায়াবতীর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

শহরের বস্তিতে মহিলার রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার বস্তি থেকে উদ্ধার হল মহিলার কম্বল মোড়া দেহ। এই মৃত্যু নিয়েই রহস্য দানা বেঁধেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম আনজু আরা বিবি। বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। উধাও মৃতার মোবাইল ফোন। ঘটনার নেপথ্যে দাম্পত্য কলহ নাকি অন্যকিছু তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই আনজু আরা বিবির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানোও হয়েছে। আনজু আরা বিবি। প্রতিদিন কলকাতা পুরসভার গাড়ি জল দিতে এলে এলাকার সকলের মতোই তিনিও যেতেন জল নিতে যেতেন। তবে রবিবার সকালে তাঁকে না দেখতে পেয়ে সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। খোঁজ খবর শুরু হয়। বাড়িতে গিয়ে, দরজা খুলতেই দেখা যায়, একটি কম্বল পড়ে রয়েছে। তার ভেতরেই মেলে দেহ।

মৃতার পরিবার সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে মৃতা আনজু আরা বিবির সঙ্গে তাঁর স্বামীর অশান্তি চলছিল। আইনি জটিলতাও তৈরি হয়েছিল। মৃতার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, স্বামীই খুন করেছে আনজুকে।

ফিরছে শীতের আমেজ, চলতি মরসুমে শহরে পারদ নামতে পারে ১৫ ডিগ্রিতে

ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘূর্ণিঝড় মিউজাউম চলে যেতেই পারদ পতন শুরু। ডিসেম্বরে শীতের দেখা না মিললেও, ফিরছে আমেজ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, কলকাতায় ১৮ ডিগ্রির নীচে নামলো পারদ। যা চলতি মরসুমে এখনও পর্যন্ত সবথেকে কম বলে জানা যাচ্ছে। অর্থাৎ এই রবিবারই এখনও পর্যন্ত চলতি মরসুমের শীতলতম দিন। রবিবার সকালে হালকা কুয়াশা থাকলেও পরে পরিষ্কার হয় আকাশ।

আগামী তিন চার দিনে ১৫ ডিগ্রির কাছাকাছি নামবে কলকাতার তাপমাত্রা, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। রবিবার কলকাতায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। এদিকে শনিবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৬০ থেকে ৯৭ শতাংশ। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা আর নেই বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বইছে ঠান্ডা হাওয়া। তাতেই আগামী কয়েকদিন ধীরে ধীরে নামবে পারদ। চলতি সপ্তাহে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলির তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছে নেমে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১২ ডিগ্রির নীচে নেমে যাবে পারা। রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যেতে পারে বলে খবর মিলছে। এদিকে ১২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায় বর্ধমানের পারদ। বাঁকুড়ার তাপমাত্রা নামে ১৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ১৫ ডিগ্রির নিচে বীরভূম, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি আমিনা বেগম, স্বামী- আজিজুল মল্লিক, পিতা - স্বপন চক্রবর্তী, সাং- রথতলা, পোঃ ও থানা - কাকদ্বীপ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কাকদ্বীপ আদালতে গত ইং- ০৮/১২/২০২৩ তারিখে ১০২ নং সিরিয়াল এর মাধ্যমে এফিডেভিট করিয়া চম্পা ভট্টাচার্য্য এর পরিবর্তে আমিনা বেগম হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হইলাম।

NAME CHANGE

I, Tarun Ghosh, son of Late Sunil Kumar Ghosh residing at Hansh Pukur, L.P. No, 219/31 Kalagachia Main Road, P.O. - Thakurpukur, Kolkata - 700 063, do hereby solemnly affirm and declare that my name has been wrongly recorded in my son's passport as Tarun Kanti Ghosh instead of Tarun Ghosh. The both name are same and one Identical person vide affidavit before Ld. Court, 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 21-01-2020.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

চারশো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্প শীঘ্রই চালু হতে চলেছে

দেবাশিস দে ● বজবজ

কলকাতা দক্ষিণ শহরতলির তিন পুরসভা মহেশতলা বজবজ ও পুজালী এলাকার নাগরিকদের পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। এবার অচিরেই মিটতে চলেছে সেই সমস্যা। এমনটাই খবর ওই তিন পুরসভা সূত্রে। বর্তমান রাজ্য সরকারের পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে কে এম ডি এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় মহেশতলার আখড়া অঞ্চলে তৈরি হচ্ছে বৃহৎ জল সরবরাহ প্রকল্প। এখানে গঙ্গার জল পরিশ্রুত করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করা হবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দ ৪০০ কোটি টাকা বলে পুর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এই প্রকল্পে প্রত্যহ মোট ৪১ এমজিডি পরিশ্রুত পানীয় জল এই তিন পুরসভায় সরবরাহ করা হবে। তার মধ্যে মহেশতলা পুরসভা পাবে ৩১ এমজিডি, বজবজ পুরসভা পাবে ৭ এমজিডি ও পুজালী পুরসভা পাবে ২ এমজিডি ৪১ পরিশ্রুত পানীয় জল। সম্প্রতি রাজ্য পুরদপ্তর থেকে এই প্রকল্পের জন্য আরো ৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে বলে পুরদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এই টাকায় মূলত ওই প্রকল্পের আনুষাঙ্গিক পরিকাঠামো যেমন অফিস ঘর তৎসহ প্রয়োজনীয় বিল্ডিং তৈরির জন্য খরচ করা হবে বলে পুর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত জানান, 'প্রকল্পের শতকরা ৮০ ভাগ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আশা করা হচ্ছে আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যেই এই তিন পুরবাসী পরিশ্রুত পানীয় জল পেয়ে যাবেন। তিনি আরো বলেন, এই প্রকল্প চালু হলে এই তিন পুর এলাকার নাগরিকদের দীর্ঘদিনের জলসঙ্কটের সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান হবে। তার কথায়, এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই তিন শহরবাসী উক্ত জল সংকটের একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে পেতে চলেছেন। এই পুর এলাকারগুলির নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া গেছে, যেহেতু এই তিন পুর এলাকার পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা আর কয়েক দিনের মধ্যেই মিটতে চলেছে, স্বাভাবিক কারণেই এলাকার নাগরিকরাও এই বিষয়ে খুবই আশান্বিত হয়ে আছে।

অপরাধ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পূর্ব রেলের বিশেষ হিরো বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: যাত্রী সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে নিশ্ছিদ্র করতে পূর্ব রেল ঘোষণা করল তাদের সর্বাধিক বিশ্বস্ত বাহিনী। সর্বাধিক বলিষ্ঠ এই বাহিনীতে রয়েছে ৩২ জন বলবান ও তেজি হিরো। হাওড়া বিভাগে রয়েছে ১৩ টি বলবান ও তেজি হিরো। শিয়ালদা বিভাগে রয়েছে ৮ টি বলবান ও তেজি হিরো। আসানসোল বিভাগে রয়েছে ৫ টি বলবান ও তেজি হিরো। মালদা বিভাগে রয়েছে ৬ টি বলবান ও তেজি হিরো। রেলের সুরক্ষার জন্য এই টিমে মোট ২১ টি ল্যাবব্রাডর, ৫ টি জার্মান শেপার্ড, ১ টি ডোবারম্যান, ৫ টি বেলজিয়াম শেপার্ড প্রজাতি রয়েছে।

এই বিশেষ হিরো বাহিনী বিস্ফোরক খুঁজে বের করা, অপরাধীকে শনাক্তকরণ ও চিহ্নিতকরণ সহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। উচ্চ প্রশিক্ষিত এই দলটি মাদক দ্রব্য সনাক্ত করা, অপরাধমূলক তদন্তের সমাধানে ও বন্য প্রাণী উদ্ধার কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইতিমধ্যে এই বিশেষ বাহিনীর সদস্য 'বাদশা' দশ লক্ষ ২৬ হাজার টাকার বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করিয়েছে, অপরদিকে 'মিষ্টি' ৬ লক্ষ ৯০ হাজার

টাকার 'গাঁজা' উদ্ধার করেছে। একইভাবে 'কুপার' হাওড়া রেল স্টেশন থেকে ৫০ টি কচ্ছপ উদ্ধার করেছে। সম্প্রতি 'আলেক্স'একটি হত্যা কাণ্ডের মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করিয়ে তদন্ত সম্পূর্ণ করতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে।

পূর্ব রেলের এই বিশেষ হিরোদের শুধু রেল চত্বরেই নয়, রাজ্য সরকারের অধীনে চলা বিভিন্ন অপরাধের তদন্তে মুখ্য ভূমিকা থাকে। এই বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ন হওয়ার পর আরপিএফকে দেওয়া হয়।

মাথা নিচু করে মাটি শুঁকতে শুঁকতে এরা যে কোনো পণ্য, ব্যাগ থেকে শুরু করে পার্সেল সব বিষয়েই সমান দক্ষ। এই বিশেষ বাহিনী পূর্ব রেলের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে যাত্রী সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অবিরাম কাজ করে চলেছে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ই ডিসেম্বর। ২৪ শে অগ্রহায়ণ। সোমবার। চতুর্দশী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি।অষ্টোত্তরী বুধে র মহাদশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতির র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদদোষ ।

মেষ রাশি : আজ বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় সঙ্গে জড়িতো, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল, সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা । বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি, বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ, যারা লেখালিখি করেন, মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন, তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি, আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে, তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি, সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। কর্ম প্রার্থীরা, যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছো, তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কের প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখবৃদ্ধি।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। যারা এন জি ওতে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন, তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি- জমি -বাস্তু -কৃষিজমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোনো অতিথির আগমনে, পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয়ে আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধি। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি যোগ।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে, দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে, স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন ।ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন ।যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি দিন। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : শুভ দিন। সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি। শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি। গাড়ির যন্ত্র, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ও র সাথে জড়িত তাদের শূভত্ব বৃদ্ধি। আজ সম্মান প্রাপ্তি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও আজ বাধা পড়বে। শ্বশুরবাড়ির তিনজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ। আজ মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

প্রায় ১১ কোটি টাকা মূল্যের হাতির দাঁত উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে উদ্ধার হাতির দাঁত। উদ্ধার হওয়া হাতির দাঁতের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১১ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকেরা হাতির দাঁত-সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক একদিনের জন্য জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার তাদের ফের তাঁদের আদালতে তোলা হবে।

জানা গিয়েছে, অসম থেকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আসা রাজধানী এক্সপ্রেসের বি-৪ কামরা থেকে শনিবার রাতে দুইজনকে গ্রেপ্তার করেন কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকেরা। তাঁদের কাছে থাকা ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে হাতির দাঁত। প্রাথমিকভাবে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, অসম থেকে দাঁতগুলো বেনারস, নেপাল হয়ে চিনে প্রবেশ করার কথা ছিল। তার আগেই শিলিগুড়ি স্টেশন দু'জনকে ধরে ফেলেন গোয়েন্দারা।

রবিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক একদিনের জন্য জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সোমবার তাদের ফের তাঁদের আদালতে তোলা হবে। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম সোলেমান খান, রতন গোয়ালা। তাঁদের দু'জনের বাড়ি অসমের হজাই জেলায়। উদ্ধার হওয়া দাঁতগুলির ওজন ৭ কেজি ৩০০ গ্রাম। বনদপ্তরের দাবি, আন্তর্জাতিক চোরাচালান বাজারে কেজি প্রতি দেড় কোটি হিসেবে উদ্ধার হওয়া দাঁতের মূল্য ১০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

আগামী ১৫ ডিসেম্বর প্রেমিক সৌরভ দাসের সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন দর্শনা, বাঙালি রীতি মেনে দর্শনাকে আইবুড়ো ভাত খাওয়ালেন অভিনেত্রী তৃণা সাহা।

'বিকশিত ভারত' সংকল্প যাত্রার অঙ্গ হিসেবে রাজভবন থেকে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'বিকশিত ভারত' সংকল্প যাত্রার অঙ্গ হিসেবে কলকাতা রাজভবনে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ আজ রাজভবনের প্রাঙ্গণ থেকে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এক পদযাত্রার সূচনা করেন। বিভিন্ন স্কুলের কচিকাঁচারা ওই পদযাত্রায় পা মেলায়। রাজ্যপাল বলেন, 'সম্পূর্ন বিকশিত ও আত্মনির্ভর দেশ গঠনের পথ দীর্ঘ। কিন্তু সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ওই পথ অতিক্রম করা যাবে।' বিকশিত ভারত যাত্রার অঙ্গ হিসেবে কলকাতার রাজভবনে একটি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সকলকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ।

আইটিসি সঙ্গীত সম্মানে ভূষিত পদ্মবিভূষণ পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কিংবদন্তী শিল্পী পদ্মবিভূষণ পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়াকে আইটিসি সংগীত সম্মানে ভূষিত করলেন আইটিসি লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অফ কর্পোরেট কমিউনিকেশনসের নাজিব আরিফ। গত ৮ ডিসেম্বর আইটিসি-র তিনদিনব্যাপী সংগীত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অ্যাকাডেমির ৪৬তম বর্ষপূর্তিতে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের সংরক্ষণ ও প্রসারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ বছর এই অনুষ্ঠানে উদীয়মান শিল্পীদের মধ্যে শ্রীময়ী আচার্য, আমন হুসাইন, মৌপালি চৌধুরী, সৃজনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাই ঈশ্বরী মহাশবদে অংশ নেন। এর পাশাপাশি অংশ নেন অজয় চক্রবর্তী, সাজন মিশ্র, উল্লাশ কাশলকর, উদয় ভাওয়ালকর, তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, যোগেশ সামসি, বিশ্বমোহন ভট্ট, অরূপ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ভারতীয় সংগীত জগতের দিকপালেরাও। কর্ণাটকী শাস্ত্রীয় সংগীত এই সংগীত সম্মেলনের একটা বিশেষ অংশ। কর্ণাটকীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে অংশ নেন লালগুডি কৃষ্ণন, লালগুডি বিজয়লদী, শশাঙ্ক সুব্রহ্মণ্যম, গিরিধর উদুপা, পারুপল্লী ফাল্গুন প্রমুখ।

একবালপুরে নির্মীয়মাণ আবাসন থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একবালপুরে নির্মীয়মাণ আবাসন থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম বুন্নত। কলকাতার মোমিনপুর এলাকার বাসিন্দা ওই যুবক। স্থানীয় সূত্রে খবর, নেশায় আসক্ত ছিলেন ওই যুবক। রবিবার সকালে একবালপুর এলাকার একটি নির্মীয়মাণ আবাসনে ওই যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ তড়িঘড়ি গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

কীভাবে মৃত্যু হল ওই যুবকের, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। খুন নাকি মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও রহস্য তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পরিবারের দাবি, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে যুবককে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। পাশাপাশি মৃতের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে।

সুন্দরবন বাঁচাতে আজ সুন্দরবন দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ সোমবার সুন্দরবন দিবস। পরিবেশ রক্ষায় সুন্দরবনের গুরুত্ব, সেখানকার জীব বৈচিত্র্য ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করে তুলতে প্রতিবছর দিনটি পালন করা হয়। আজ, সোমবার সুন্দরবন দিবস উপলক্ষে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, সরকারি নির্দেশানুসারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা মিলিয়ে সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে এই দিবস পালন করা হবে। তার মধ্যে ১৩টি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রভাত ফেরি থেকে শুরু করে নানা অনুষ্ঠানের জন্য ব্লকগুলিকে আর্জি জানানো হয়েছে। জনপ্রতিনিধিদেরও ওই অনুষ্ঠানে যুক্ত করতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

সমগ্র বাংলার জন্য সুন্দরবন একটি প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ, যা এই রাজ্যকে ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি মূল ভূখণ্ডের মিষ্টি জলে নোনা জল মিশতে বাধা দেয়।দেশের প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি ম্যানগ্রোভ পাওয়া যায় সুন্দরবনে এবং এখানে ৯০ শতাংশের বেশি প্রজাতির ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এখানে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। বিশ্ববন্দিত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেখা মেলে সুন্দরবনে।সুন্দরবন বিভিন্ন লুপ্তপ্রায় প্রাণীরও নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

বেসরকারিকরণ ও কর্মী সংকোচনের প্রতিবাদে সাধারণ সভা স্টেট ব্যাংকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: ব্যাংক বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ও এআই প্রযুক্তির ব্যবহার করে কর্মচারী সংকোচনের অপচেষ্টার প্রতিবাদ জানিয়ে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন বেঙ্গল সার্কেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জোনাল কমিটির ২৪তম বার্ষিক সাধারণসভা হল শনিবার কোন্নগর রবীন্দ্রভবনে।

সাধারণসভা উদ্বোধন করেন স্টেট ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন পাটনা সার্কেলের সভাপতি কমলেশ্বর সিং। বিশেষ অথিতি ছিলেন হাওড়া মডিউলের ডিজিএম অজিত কুমার পোদ্দার, সম্মানীয় অথিতি ছিলেন সংগঠনের বেঙ্গল সার্কেলের সভাপতি অসিতাভ কুণ্ডু, সংগঠনের বেঙ্গল সার্কেলের সাধারণ সম্পাদক শুভজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, চিফ রিজিওন্যাল সেক্রেটারি ইন্দ্রনীল পাইন, জোনাল প্রেসিডেন্ট পার্থ ঘোষ প্রমুখ। সাধারণ সভা থেকে পার্থ ঘোষকে জোনাল প্রেসিডেন্ট, ইন্দ্রনীল পাইনকে সিআরএস নির্বাচিত করে ১৫ জনের অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ জোনাল কমিটি, ৫৪ জনের রিজিওন্যাল কমিটি নির্বাচিত হয়।

সাধারণ সম্পাদক শুভজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আজকের দিনটি আমাদের কাছে বিশেষ দিন। আমাদের সার্কেলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জোনাল কমিটি হাওড়ার ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা। আমরা এটা করছি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েই। কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকগুলোকে বেসরকারিকরণের যে প্রচেষ্টা গত পাঁচ বছর ধরে আমরা এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করছি। আমরা পথে নেমে বিভিন্ন মাধ্যমের ব্যবহারে এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকার কিছুটা পিছিয়ে এসেছে। তবে পরে আবার ব্যাংক বেসরকারিকরণের পথে সরকার হাঁটবে। ব্যাংক বেসরকারিকরণ হলে গ্রাহকদের যেমন বিপদ, তেমনই ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত ছোট কর্মচারী আমানতকারী সকলের সমস্যা। তাই এই লড়াইয়ে সকলে সামিল যাতে হন, তার চেষ্টা আমরা করছি।'

সভাপতি অসিতাভ কুণ্ডু বলেন, 'সরকারের ব্যাংক বেসরকারিকরণের নীতি যেমন আছে, তেমনই এআই এর ব্যবহারের বিপদ সামনে আসছে। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধেই আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' চিফ রিজিওন্যাল সেক্রেটারি ইন্দ্রনীল পাইন বলেন, 'আসল সত্য হল আমাদের ব্যাংক ও অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে পর্যাপ্ত কর্মচারীর অভাব। অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পার্লামেন্টে যা জানিয়েছেন পিএসবিগুলিতে ৯৫ শতাংশের বেশি শূণ্যপদ নাকি পূরণ হয়ে গিয়েছে। এটাই সবচেয়ে সঠিক সময় যখন আমাদের সঠিক ভাবে সব তথ্য জেনে তৈরি হয়ে এই বেসরকারিকরণের বিপদকে রুখতে একজোট হতে হবে।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১১ ডিসেম্বর ২৫ অগ্রহায়ন, ১৪৩০, সোমবার

রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট দ্রুত জমা দিতে চলেছে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় আদালতে চার্জশিট জমা দিতে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডি সূত্রে খবর, অতি দ্রুত বিশেষ ইডি আদালতে জমা পড়তে চলেছে এই চার্জশিট। সূত্রের খবর, এই চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসেবে নাম থাকতে চলেছে ধৃত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও আটাকলের মালিক বাকিবুর রহমানের। পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, চার্জশিটে বাকিবুরকে মূল চক্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চার্জশিটে রেশন বণ্টন দুর্নীতি কাণ্ডে বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়র ভূমিকার কথাও উল্লেখ থাকবে বলেই জানানো হচ্ছে ইডির তরফ থেকে। ইডি সূত্রে সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, বালুর আশীর্বাদেই চলত এই দুর্নীতি, সেই তথ্যের উল্লেখও থাকবে এই চার্জশিটে। সূত্রের খবর, ইডি চার্জশিটে উল্লেখ থাকতে চলেছে রেশনে প্রায় তিরিশ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। সেই অঙ্কের খোঁজ পেয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। এই ঘটনায় ইডির

দাবি, জ্যোতিপ্রিয়র প্রভাবেই বাকিবুর দুর্নীতির টাকা কামাই করে সেই টাকা ঘুরপথে পাঠাতেন খাদ্যমন্ত্রীকে। চার্জশিটে এহেন বিস্ফোরক তথ্যই উল্লেখ করতে চলেছে ইডি।

প্রসঙ্গত, পুরনিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে রেশন বণ্টন দুর্নীতির কথা জানতে পারেন গোয়েন্দারা। তারপর তদন্তে নেমে উঠে আসে চাল-আটা কলের মালিক বাকিবুর রহমানের নাম। তাঁকে গ্রেপ্তার করতেই তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম জানতে পারে গোয়েন্দারা। গ্রেপ্তার হন বালু। তাঁকে জেরা করতে উঠে আসে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা জানতে পারেন বাকিবুর রহমানের কাছ থেকে ৯ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। জেরায় এই ঋণ নেওয়ার কথা স্বীকারও করেন জ্যোতিপ্রিয়।

দক্ষিণ কলকাতার বেশ কিছু এলাকায় জলের মিটার চুরির অভিযোগ, বিড়ম্বনায় পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর কলকাতার কাশীপুর, টালায় নির্বিঘ্নে জলের মিটার বসানো হলেও দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীন, পাটুলিতে মিটার বসাতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছে কলকাতা পুরসভা। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, বাঘাযতীন, পাটুলি এলাকায় জলের মিটার চুরি যাচ্ছে। শুধু জলের মিটারই নয়, এয়ার কন্ডিশন মেশিন কেটে ভিতরে থাকা তামাও চুরি হচ্ছে ব্যাপক ভাবে। আর এই ধরনের চোরেদের উৎপাতে আতঙ্কিত বাঘাযতীন, পাটুলি, বৃজি, যাদবপুরের বাসিন্দারা। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে থেকে ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের পাটুলি এলাকায় জলের মিটার বসানো শুরু করেছে পুরসভা। এরপরই এই মিটার চুরির অভিযোগ জানান পাটুলির এক বাসিন্দাই।

এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, কলকাতা এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম অর্থাৎ কেইআইআইপি এর আওতায় জলের মিটার বসানো শুরু হয়েছে। এই এক-একটি মিটারের দাম সাড়ে তিন হাজার টাকা। সঙ্গে রয়েছে সংযোগ-স্থাপনের খরচ। এদিকে

পুরসভা সূত্রে যে খবর মিলছে তাতে পাটুলিতে এই কাজ শুরুর পর অন্তত ২০০ টি মিটার চুরি হয়েছে। তবে বেসরকারি মতে, এই সংখ্যা সাড়ে চারশোরও বেশি।

এই অভিযোগ জানার পরই মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, 'এই ঘটনা নিয়ে তদন্ত হবে। জলের মিটার বসানো মানে জল-কর নেওয়া নয়। পরিশ্রুত পানীয় জল যাতে অপচয় না হয়, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা।' এই প্রসঙ্গে পুরসভার জল-সরবারহ বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, 'জলের মিটার বসানোর কাজ করছে কেইআইআইপি অর্থাৎ কলকাতা এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। চুরি নিয়ে কোনও অভিযোগ পুলিশের কাছে জানাতে হলে তাদেরই জানাতে হবে। তবে অভিযোগ যখন উঠেছে, পুরসভা খতিয়ে দেখবে।' এদিকে কেইআইআইপি অর্থাৎ কলকাতা এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের এক আধিকারিক জানান, তাঁদের কাছে জলের মিটার চুরি নিয়ে লিখিত অভিযোগ এখনও কেউ জানাননি।

অভিযোগ এলে অবশ্যই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুর-আধিকারিকদের অনুমান, জলের মিটারের মধ্যে এক ধরনের চুম্বক থাকে, নেশাগ্রস্তরা টাকা জোগাড়ের জন্যে মিটার চুরি করে সেই চুম্বক বিক্রি করছেন। পুর-আধিকারিকদের অনেকে আবার জানাচ্ছেন, অনেক সময়ে জলের মিটার বসানোর পরে জলের চাপ প্রাথমিকভাবে কমে যায়। তাই সেই সমস্যা এড়াতে কেউ জলের মিটার খুলেও দিয়ে থাকতে পারেন।

বাঘাযতীন, পাটুলি, বৃজি, যাদবপুর এলাকায় শুধু জলের মিটার নয়, রাতের অন্ধকারে এয়ার কন্ডিশন মেশিনের যন্ত্রাংশও চুরি হচ্ছে দেদার। ১১ নম্বর বরোর চেয়ারপার্সন তারকেশ্বর চক্রবর্তী বলেন, 'অনেকেই আমার কাছে এসি-র যন্ত্রাংশ চুরির অভিযোগ করেছেন। আমি তাঁদের থানায় যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। আমার অনুমান, এসি-র যন্ত্রাংশের ভিতরে থাকা তামা চুরি করে বেচে টাকা জোগাড় করছে নেশাগ্রস্তরা। আর মানুষ দুর্ভোগে পড়ছেন।'

ব্রিগেডে গীতা পাঠ কর্মসূচিতে মঞ্চে জায়গা পাবেন না সুকান্ত-শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' কর্মসূচি। উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। তবে সূত্রে খবর, এই মঞ্চে জায়গা পাবেন না রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে এও খবর মিলছে যে, বিজেপির সব সাংসদ, বিধায়ক, নেতাকে ওই অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে বলা হলেও সকলকে মঞ্চের সামনে 'ভক্ত' রূপেই বসতে হবে। করতে হবে গীতাপাঠ। এমন মানসিক প্রস্তুতি রাখার কথা ইতিমধ্যেই সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে গেরুয়া শিবিরের তরফ থেকে।

সাধারণ ভাবে বিজেপিতে এটাই দস্তুর যে, সরকারি অনুষ্ঠান না হলে প্রধানমন্ত্রীর পাশে অবশ্যই থাকার সুযোগ পান কোনও রাজ্যের সভাপতি, মুখ্যমন্ত্রী বা বিরোধী দলনেতা। কিন্তু ব্রিগেডের সমাবেশের ক্ষেত্রে তা হবে না। অনুষ্ঠানটি হচ্ছে বিভিন্ন মঠ-মিশনের সমবেত উদ্যোগে 'অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ'-এর নামে। পরিষদ ঠিক করেছে, এই কর্মসূচি যে হেতু সম্পূর্ণ 'অরাজনৈতিক' এবং 'ধার্মিক' তাই কোনও রাজনীতিকেই মঞ্চে

জায়গা পাবেন না। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে থাকবেন নরেন্দ্র মোদি। যদিও আড়াল থেকে বিজেপি-সহ গোটা গেরুয়া শিবির এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, মোদি ছাড়াও মঞ্চে থাকবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যদি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মঞ্চেই বসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে বক্তব্য রাখতে পারবেন না। মূল কর্মসূচি সমবেত কণ্ঠে গীতাপাঠ। তবে অল্প সময়ের জন্য বক্তব্য রাখতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। আর বক্তব্য রাখবেন ওই দিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি গুজরাতের দ্বারকামঠের বর্তমান শঙ্করাচার্য স্বামী সদানন্দ সরস্বতী। এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, 'ওই দিনের যে অনুষ্ঠান, তা তো আমাদের নয়। তবে আমরা সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করব। মঞ্চ তো নয়ই, আয়োজকরা আমাদের যেখানে বসতে বলবেন, সেখানে বসে গীতাপাঠ করব।'

এদিকে এদিনের কর্মসূচিতে মঞ্চে নেতারা উপস্থিত না থাকলেও বিজেপির তরফ থেকে সর্বতোভাবে চেষ্টা চলছে ওই অনুষ্ঠান সফল করার। বঙ্গ বিজেপির নেতারা নিজেদের মতো করে প্রচার চালাচ্ছেন। একই ভাবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-সহ সঙ্ঘ পরিবারের সব সংগঠনই ব্রিগেডের অনুষ্ঠান সফল করার উদ্যোগী হয়েছে।

জয়ের মার্জিন ৩ লাখ ছাপিয়ে যাবে, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'মানুষ মমতার ব্যানার্জির সঙ্গে আছে। মমতা ব্যানার্জি যখন আশীর্বাদ দিয়ে দিয়েছেন, তখন তাঁর জয়ের মার্জিন তিন লাখ ছাপিয়ে যাবে।' রবিবার বিকেলে ভাটপাড়ায় প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে এদিন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে ভাটপাড়ায়

তৃণমূলের মহামিছিল আয়োজিত হয়েছিল। জগদ্দলের অকল্যান্ড মিলের মাঠ থেকে মহামিছিল শুরু হয়ে ঘোষপাড়া রোড ধরে ভাটপাড়া মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। উক্ত মিছিলে যোগ দিয়ে পুরনো মেজাজে অর্জুন সিং বলেন, ব্যারাকপুরে তিনি জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূল করছেন। মাঝে দু'বছর তিনি দলে ছিলেন না। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি আর অভিষেক ব্যানার্জির ডাকে ফের তিনি তৃণমূলে ফিরেছেন। এদিন নাম না করে তিনি জগদ্দলের বিধায়ককে পোল্টি মুরগি আখ্যা দিলেন। তার কটাক্ষ, নৈহাটির এক ওষুধের দোকান থেকে ইনজেকশন নিয়ে ওই পোল্টি মুরগি চেঁচাচ্ছে। নাম না করেই জগদ্দলের বিধায়কের উদ্দেশ্যে এদিন তিনি বলেন, ২০১০ সালের পুরসভা ভোটে ওনি কংগ্রেসের আটটি টিকিট তাঁর কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সাংসদ ছাড়াও উক্ত মিছিলে হাজির ছিলেন হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, ভাটপাড়া পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার, টিটাগড় পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান প্রশান্ত চৌধুরী, ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, গারুলিয়া পুরসভার সিআইসি গৌতম বসু, মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপ-প্রধান হারান ঘোষ, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, মনু সাউ প্রমুখ।

রবিবার ছুটির দিনে জমজমাট কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। নন্দন চত্বরে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

২০১৬-য় চাকরি পাওয়া শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বাড়িতে নোটিস পাঠাচ্ছে শিক্ষাদপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার বড় পদক্ষেপ এসএসসির। এই পদক্ষেপ নেওয়া হল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশেই। সূত্রে খবর, ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় চাকরি পাওয়া সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষককর্মীদের বাড়িতে নোটিস ধরাচ্ছে শিক্ষাদপ্তর। সংশ্লিষ্ট ডিআই মারফত প্রধান শিক্ষক হয়ে সেই নোটিস পৌঁছে যাবে চাকরি প্রাপকদের কাছে। 'ভুতুড়ে শিক্ষক'-দের ধরতেই এই নোটিস বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা।

প্রসঙ্গত, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০১৬ সালে চাকরি পাওয়া প্রত্যেককে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। চাকরি পাওয়া সকলকে এসএসসি নোটিস দিয়ে জানাবে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। কোর্টের নির্দেশ মতো এবার সেই নোটিসই পাঠাচ্ছে এসএসসি।

এদিকে আদালতের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ২০১৬ সালের নিয়োগে নিযুক্তদের তালিকা চায় তারা। এরপর প্রতিটি স্কুলে চাকরি প্রাপকদের নামের তালিকা তৈরির পর প্রধান শিক্ষকরা একটি বয়ানে স্বাক্ষর করবেন। যেখানে লেখা থাকবে, 'এঁরা ছাড়া আমার স্কুলে আর কোনও শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী নেই। যাঁরা ২০১৬ সালের পরীক্ষার ভিত্তিতে এসেছেন।' আর এই সূত্র ধরেই শুরু হয়েছে ভুতুড়ে শিক্ষক ধরার প্রক্রিয়া। এদিকে এসএসসি সূত্রে খবর, চলতি মাসের ১১ তারিখের মধ্যে প্রধান শিক্ষকদের কাছে পৌঁছবে শিক্ষা দপ্তরের নোটিস। ওই দিনই সরকারি তথ্য দিয়ে ডিআই তৈরি করবেন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের তালিকা। এরপর ১২ তারিখ স্কুলের নোটিস বোর্ডে ঝুলবে চাকরি প্রাপদের নামের তালিকার নোটিস। ১৩ তারিখের মধ্যে শিক্ষকদের হাতে হাতে পৌঁছবে সেটি। যদি কেউ স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন ১৪ তারিখের মধ্যে তাঁর বাড়িতে নোটিস পৌঁছে যাবে। ১৫ তারিখের মধ্যে প্রধান শিক্ষক রিপোর্ট দেবেন ডিআইকে। ১৮ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট তৈরি করবেন ডিআই। ২১ তারিখের মধ্যে জমা পড়বে ডিআই-এর রিপোর্ট।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেন্টেনারি ট্রিবিউট মুকেশকে

শুভাশিস বিশ্বাস

'কহি দূর যব দিন ঢল যায়ে', 'কভি কভি মেরে দিলমে' বা 'ম্যায় পল দো পল কা শায়ের হু'; এই গানগুলো কারও ভোলা সম্ভব নয়। সম্ভব নয়, 'মেরা জুতা হ্যায় জাপানি' বা 'এক পেয়ার কা নাগমা হ্যায়' -এর জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করার। আর এই গানগুলের সঙ্গে যাঁর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে, তাঁর নাম মুকেশ। একসময় কে এল সায়গলের গান খুবই গাইতেন। পরে অবশ্য স্বতন্ত্র নিজস্ব এক গায়কি তৈরি করেন তিনি। এবছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেন্টেনারি ট্রিবিউট জানানো হচ্ছে ভারতের অন্যতম সর্বকালের সেরা গায়ক মুকেশকে।

তিনি যে সময়ে গাইতেন তখন ভারতীয় চলচ্চিত্র সংগীতের স্বর্ণযুগ। গানের জগতে তখন রফি-কিশোর-মান্নার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। তবে তাঁর গায়কি যেন খুলে দিল এক নতুন জগৎ। তাইতো আজও তাঁর গানের জনপ্রিয়তায় এক ফোঁটা ভাটা পড়েনি। প্রায় কম বেশি ১২০০ গান শ্রোতারা উপহার পেয়েছে তাঁর কণ্ঠ থেকে। একটু খামখেয়ালি গোছের মানুষ ছিলেন এই মুকেশ। মর্জিমাফিক চলতেন। নয়তো আরও কয়েক হাজার গান বোধহয় আরও যুক্ত হত তাঁর তালিকায়।

মুকেশের গানের শুরুটা হয়েছিল হঠাৎ করেই। ছোটোবেলায় মুকেশের দিদিকে গান শেখাতে আসতেন এক গানের শিক্ষক। ছোট্ট মুকেশের গান শুনে তিনি বুঝেছিলেন এ ছেলে একদিন মস্ত বড় গায়ক হবে। এরপর গান শেখা চলতে থাকে মুকেশের। দিল্লির দরবারি ঘরানা থেকে শাস্ত্রীয় গান, সব কিছুই শেখেন তিনি। এরপর প্রথম গান গাওয়ার সুযোগ আসে হঠাৎ করেই। তাঁদের এক আত্মীয়ের বিয়েতে বিয়ের আসরে গান গাইছিলেন মুকেশ। আর ওই বিয়ের আসরে উপস্থিত তদানীন্তন সময়ে হিন্দি ছবির জনপ্রিয় অভিনেতা মোতিলাল। মোতিলাল মুকেশের গান শুনে এতটাই মুগ্ধ হয়ে যান যে, তিনি মুকেশকে মুম্বই নিয়ে আসেন। ওই সময়ে 'নির্দোষ' নামের একটি ছবিতে নায়ক ও গায়ক হিসেবে সুযোগ পান মুকেশ। 'নির্দোষ' ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৪১ সালে। এই ছবিতেই প্রথম মুকেশের কণ্ঠ সর্বসমক্ষে আসে।

এরপর ১৯৪৫ সাল, 'পেহলি নজর' সিনেমায় প্লেব্যাক গায়ক হিসেবে নিজের যাত্রা শুরু হয় মুকেশের। মুকেশ হিন্দি ছবিতে গাইছেন, শ্রোতাদের মন জয় করছেন। কিন্তু কোথাও যেন কিছু একটার অভাব। ওই সময়ে হিন্দি চলচ্চিত্র ও গানের জগতে বাঙালিদের রাজত্ব। এদিকে অবাঙালি গায়করাও মুখিয়ে থাকতেন বাংলায় গান করার জন্যে। বাংলা গান গাওয়া ছিল তাঁদের স্বপ্ন। মুকেশও এঁর ব্যতিক্রম ছিলেন না। এদিকে মুকেশের খুব ভালো বন্ধু ছিলেন গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্ধুকে মুকেশ জানিয়েছিলেন, তিনি বাংলা গান গাইতে চান। এরপরই মুকেশকে দিয়ে বাংলা গান গাওয়ানোর প্রস্তাব নিয়ে গ্রামাফোন কোম্পানির কাছে যান পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মুকেশকে দিয়ে বাংলা গান গাওয়াতে রাজি হননি গ্রামাফোন কোম্পানির কর্মকর্তারা। পুলকবাবুর পাল্টা যুক্তি ছিল, মুকেশ বাংলা গান গাইছে শুনলেই শ্রোতাদের মধ্যে রীতি মতো হইচই পড়ে যাবে। কিন্তু গ্রামাফোন কোম্পানির কোনো এক কর্তা তাঁর দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে জানান, 'সরি'। পুলক বাবু হেরে যাননি। এই 'সরি' দিয়েই গান গাওয়ালেন মুকেশকে। দিলীপ বসু সে-সময় সন্ধ্যা রায় ও বিশ্বজিৎকে নিয়ে তৈরি করছিলেন একটি ছবি 'সরি ম্যাডাম'। গান লেখার ভার ছিল পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। ছবির সংগীত পরিচালক ভেদ পাল। এই সিনেমাতেই বাংলা প্লেব্যাক করে ফেলেন মুকেশ। বেসিক বাংলা গানের আগেই বাংলা ছবির জন্য গাওয়া হয়ে গেল তাঁর। ছবি মুক্তি পেল ১৯৬২ সালে। এরপর ১৯৬৬-তে পীযূষ বসু তৈরি করলেন একটি জীবনী-নির্ভর ছবি, নাম 'সুভাষ চন্দ্র'। সেখানে অপরেশ লাহিড়ির সংগীত পরিচালনায় মুকেশ গাইলেন 'জয় রাধে শ্যাম রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্ধন।'

এভাবেই ভাষা, উচ্চারণ ও ভাবাবেগের সীমাবদ্ধতা ভাষার বেড়াজাল পেরিয়ে মুকেশকে আপন করে নিয়েছেন বাঙালি শ্রোতারা। অবাঙালি মুকেশও হয়ে উঠেছেন বাংলা ও বাঙালির এক প্রিয় কণ্ঠের মালিক। যে ভালোবাসায় কোনো কমতি নেই আজও। মুকেশ মানে শুধু 'বেদনা' নয়, তাঁর গান আম-আদমির রূঢ় বাস্তবের কথা বলে, প্রেমেও পড়ায়। 'জিনা ইয়াহাঁ মরনা ইয়াহাঁ, ইস কে সিওয়া জানা কাহাঁ'- সাধারণ মানুষের রোজনামচার কথা বারবার প্রতিফলিত হয়েছে মুকেশের গানে, গায়কিতে। সঙ্গে রাজ কাপুরের 'ভয়েস'ও হয়ে উঠেছিলেন বলিউডের এই কিংবদন্তী গায়ক।

বকেয়া ডিএ-এর দাবিতে নবান্নের সামনে ধর্না কর্মসূচি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ও শূন্যপদ পূরণের দাবি নিয়ে আগামী ১৯ থেকে ২২ ডিসেম্বর নবান্নের সামনে ধর্না কর্মসূচি ঘোষণা করল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। একই সঙ্গে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফ থেকে জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মিছিল ও তৃতীয় সপ্তাহে ধর্মঘটের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় রবিবার। এখানেই শেষ নয়, জানুয়ারির চতুর্থ সপ্তাহে তিন দিনের ধর্মঘটের হুঁশিয়ারিও দিয়ে রাখতে দেখা গেল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষকে। রবিবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মিছিলে সব স্তরের চাকরি প্রার্থী, চাকরিজীবীদের মঞ্চ ও সংগঠন উপস্থিত থাকবে। তিনটি মিছিল শিয়ালদা, হাজরা ও হাওড়া থেকে শহিদ মিনারে মিলবে। এই সাংবাদিক বৈঠক থেকেই এদিন জানানো হয়, আগামী জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যব্যাপী সব সরকারি অফিস, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র ৭২ ঘণ্টাব্যাপী ধর্মঘট কর্মসূচির ঘোষণা করা হবে।

সম্পাদকীয়

কোভিড ছিনিয়ে নিয়েছে অনেক, কিন্তু দিয়েও গেছে বেশ কিছু ভালো জিনিস

যাঁরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল, তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে উপার্জনশীল হওয়া, এক কথায় অনবদ্য। কোভিড আমাদের অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে। আবার পাশাপাশি অনেক সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে। নতুন নতুন পথ দেখিয়েছে। উপার্জন করতে গেলে ঘরের বাইরে বেরোতে হবে, এই ধারণার পরিবর্তন অতিমারির সময় থেকে মানুষের মধ্যে গেঁথে গেছে। কথায় বলে, প্রয়োজনই সব আবিষ্কারের জননী। অতিমারির কারণে যখন ঘরের পুরুষের উপার্জন প্রায় বন্ধ বা সম্পূর্ণ বন্ধের উপক্রম হয়েছিল, তখন ঘরের মহিলারা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বা মফস্ সলের নিম্নবিত্ত বিবাহিতা মহিলারা অস্ত্র করলেন হাতের স্মার্টফোনটিকে। আর যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে নিলেন ফেসবুক, ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রামের মতো সমাজমাধ্যমকে। তাঁরা বিনোদনের যন্ত্রটিকেই তাঁদের উপার্জনের মূলধন করে এগোতে থাকলেন অতিমারিতে বিপর্যস্ত সংসারটিকে বাঁচানোর জন্য। যে যেমন পারেন, তাঁদের শিক্ষা এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাঁদের বিষয়গুলি ভিডিয়ো করে উপস্থাপিত করলেন সামজমাধ্যমের সামনে। এই উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কুর্নিশ জানাতেই হয়। তাঁদের উপার্জনের পথ ঘরে বসেই তাঁরা খুঁজে নিলেন এবং অনেকে সফলও হলেন। তাঁরা এটুকু বুঝেছেন, বিষয়টি যেমনই হোক, তা সে অতি সাধারণ রান্নাবান্না, ঘর গোছানো, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোটখাটো খুনসুটি বা শালীনতা বজায় রেখে কোনও আবেদন, সেই বিষয়টির উপস্থাপনা ঠিকমতো করতে হবে। যাঁরা এটা সঠিক ভাবে বুঝেছেন এবং সেই অনুযায়ী বিষয়টি উপস্থাপিত করেছেন, তাঁরা শীঘ্রই সাফল্যের মুখ দেখতে পেয়েছেন। এমনও দেখা গিয়েছে, তাঁদের এই ভিডিয়ো দেখে লেখাপড়ায় শিক্ষিত শহরের অনেক মহিলা বিভিন্ন রকম রান্নাবান্না শিখেছেন, ঘর পরিষ্কার রাখা, সুন্দর ভাবে গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি শিখেছেন এবং তাঁদের কমেন্ট বক্সে প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আবার কিছু মেয়ে নিজেরা যে শিক্ষায় বলীয়ান হয়েছেন, সেই শিক্ষার ঝুলি সাজিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য সমাজমাধ্যমে শিক্ষার আসর বসিয়েছেন। এর ফলে, কোভিড বা তার পরবর্তী সময়ে ঘরে বসে অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠটুকু পেয়েছে। সাধারণ ছাপোষা মহিলাদের এ এক যুগান্তকারী সাফল্য। সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় বা ঘরের পুরুষের সামান্য সহযোগিতায় তাঁরা তাঁদের স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে সফল হয়েছেন।

শাশ্বত কথা

সরলতা ও বিশ্বাস

সরল না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয় না। বিষয় বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানারকম অহঙ্কার এসে পড়ে-- পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। সললতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা, পাটোয়ারী-এ সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। দেখছ না , ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ-শ্রীকৃষ্ণের বাবা কত সরল। লোকে বলে, আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দ ঘোষ। বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায় সে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক-পাতা,খোসা, ভুষি, যা দাও, গব্ গব্ করে খায়,সে গরু হুড় হুড় করে দুধ দেয়। বালকের মতো বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রণব মুখোপাধ্যায়

১৯২২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা দিলীপকুমারের জন্মদিন।*
১৯৩৫ *ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট দাবা খেলোয়াড় বিশ্বনাথন আনন্দের জন্মদিন।*

আজ ১১ ডিসেম্বর সমরেশ বসুর শতবর্ষে পা

সমরেশ বসুর বিচিত্র জীবন ও সাহিত্য অত্যন্ত নিবিড় !

স্বপনকুমার মণ্ডল

গঙ্গার দু'ধারের শহরতলির মানুষের জীবনযাপন নিয়ে লেখা পাক্ষিক 'শহরতলির কথা'র মধ্যেই সমরেশের 'কালকূট' সংগোপনে জেগে ওঠে। তাঁর দুর্বিষহ জীবনে সৃজনশীল লেখনী দিয়েই তাঁকে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। অবশ্য 'পরিচয়' পত্রিকায় উপন্যাস লেখার জন্য তিনি কিছু আয় করতেন এবং তা ছিল একান্তই তাঁকে সহযোগিতা করা। কেননা 'পরিচয়' পত্রিকায় লেখকদের সেভাবে কাউকে লেখার জন্য টাকা দেওয়া হত না। সেক্ষেত্রে 'আনন্দবাজার'-এর টাকাটা তাঁর পক্ষে বাড়তি অক্সিজেন মনে হয়। দারিদ্রপীড়িত সংসারে শ্রেণিগত দরিদ্রের যন্ত্রণা যত বেশি হয়, একজন প্রতিভাধর সচেতন ব্যক্তির যন্ত্রণা তার চেয়ে অনেকবেশি অসহনীয় হয়ে ওঠে। তার উপর নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে প্রত্যাশিত সমাদর না পেয়ে উল্টে তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাঁর যন্ত্রণার মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই তাঁর পক্ষে 'কালকূট' নামে রাজনীতির দুর্নীতি প্রকাশ করার সদিচ্ছা সহজ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু 'শহরতলির কথা'র মধ্যে সংগুপ্ত কালকূট মানুষের যাপিত অভিজ্ঞতায় ক্রমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ফলে সমরেশের মধ্যে একটা সদা চঞ্চল কৌতূহলী পরিব্রাজক মনের ক্ষুধা তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াত। এই চলিষ্ণুতা তাঁর সহজাত বিশেষত্ব। যা তিনি ব্যক্ত করেছেন মানুষ দেখে ফেরা। এজন্য তাঁর কাছে গ্রামের থেকে গ্রামবাসী, মেলার চেয়ে মেলায় আগন্তুক ও তীর্থের চেয়ে পুণ্যকামী মানুষজনের কথাই উপজীব্য হয়ে ওঠে।

১৯৪৬-এর শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকায় 'আদাব' গল্পের মাধ্যমে সমরেশ বসু বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় এসেছিলেন। কিন্তু দারিদ্রের কারণে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অর্থ সঞ্চয়ের জন্য ডিম বিক্রি থেকে চটকলের কাজ সবই তাঁকে করতে হয়েছিল। কিন্তু কোথাও তিনি স্থির হতে পারেননি। যেখানে পেটের রসদ জোগানোই দায়, সেখানে মনের রসদে টান পড়াটাই স্বাভাবিক। তার উপর শ্রমিক রাজনীতির তিক্ত অভিজ্ঞতা ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের বিরূপ মানসিকতা তাঁকে অনায়াসেই অস্থির করে তুলেছিল। শুধু তাই নয়, তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে জেলও খাটতে হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, জগদ্দলের সত্যভূষণ দাশগুপ্তের (সত্য মাস্টার) প্রভাবে সমরেশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে পাটশিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় তাঁকেও কারাবরণ করতে হয়েছিল। ১৯৪৮-এর ২৬ মার্চ সরকারিভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। সমরেশ বসু গ্রেফতার হয়েছিলেন ১৯৪৯-এ, কলকাতার এক মেস থেকে। অবশ্য তার পরের বছরে তিনি কারামুক্ত হন। কেননা ১৯৫০-এর ২৭ ফেব্রুদ্যারি কলিকাতা হাইকোর্ট কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনসম্মত বলে আদেশ জারি করে। কিন্তু মুক্তি পেয়েও তাঁর মতো আদর্শব্রতীর পক্ষে পার্টিযুক্ত হওয়াও সম্ভব নয়। ফলে মুচলেকা দিয়ে চাকরি করাও আর তাঁর সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে প্রথাগত শিক্ষাতেও তিনি উচ্চশিক্ষা তো দূর অস্ত, স্কুলের গণ্ডিই অতিক্রম করতে পারেননি। সেদিক থেকেও তাঁর জীবিকার্জনের পথ অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর মতো প্রখর সৃজনশীল প্রতিভার পক্ষে প্রতিকূল আবহও যে তাঁকে দমাতে পারেনি, তাও সহজে অনুমেয়। এজন্য তিনি যখন পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় ইছাপুর অস্ত্র কারখানায় চাকরি চলে যাবার পরে হন্যে হয়ে ঘুরে অর্থোপার্জনের কোনোরকম বন্দোবস্ত করতে অপারগ হয়ে উঠলেন, তখনও তাঁর পক্ষে লেখার জগৎ ছেড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। বরং এবার তিনি লেখাকেই জীবিকা করে নেন। অবশ্য তাঁর স্ত্রী গৌরী দেবীও গান শিখিয়েও সামান্য কিছু টাকা পেতেন। ফলে তাঁদের দারিদ্র নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সমরেশের সৃষ্টির তীব্র প্রকাশবেদনার কাছে তা ছিল নিতান্তই নগণ্য ব্যাপার। এজন্য দেখা যায়, 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'র আগেই তাঁর অসংখ্য গল্প-উপন্যাস বেরিয়েছে। প্রতিকূল আবহের মধ্যে তার 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১), 'বি টি রোডের ধারে' (১৯৫২), 'শ্রীমতী কাফে' (১৯৫৩), 'সওদাগর' (১৯৫৫), 'গঙ্গা' (১৯৫৭), 'বাঘিনী' (১৯৬০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মনে-প্রাণে সাহিত্যঅন্তপ্রাণ মানুষটিকে সংসার চালনার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকার মাসিক তিনশো টাকা আয়ের রিপোর্টারিও করতে হয়েছিল।

গঙ্গার দু'ধারের শহরতলির মানুষের জীবনযাপন নিয়ে লেখা পাক্ষিক 'শহরতলির কথা'র মধ্যেই সমরেশের 'কালকূট' সংগোপনে জেগে ওঠে। তাঁর দুর্বিষহ জীবনে সৃজনশীল লেখনী দিয়েই তাঁকে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। অবশ্য 'পরিচয়' পত্রিকায় উপন্যাস লেখার জন্য তিনি কিছু আয় করতেন এবং তা ছিল একান্তই তাঁকে সহযোগিতা করা। কেননা 'পরিচয়' পত্রিকায় লেখকদের সেভাবে কাউকে লেখার জন্য টাকা দেওয়া হত না। সেক্ষেত্রে 'আনন্দবাজার'-এর টাকাটা তাঁর পক্ষে বাড়তি অক্সিজেন মনে হয়। দারিদ্রপীড়িত সংসারে শ্রেণিগত দরিদ্রের যন্ত্রণা যত বেশি হয়, একজন প্রতিভাধর সচেতন ব্যক্তির যন্ত্রণা তার চেয়ে অনেকবেশি অসহনীয় হয়ে ওঠে। তার উপর নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে প্রত্যাশিত সমাদর না পেয়ে উল্টে তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাঁর যন্ত্রণার মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই তাঁর পক্ষে 'কালকূট' নামে রাজনীতির দুর্নীতি প্রকাশ করার সদিচ্ছা সহজ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু 'শহরতলির কথা'র মধ্যে সংগুপ্ত কালকূট মানুষের যাপিত অভিজ্ঞতায় ক্রমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ফলে সমরেশের মধ্যে একটা সদা চঞ্চল কৌতূহলী পরিব্রাজক মনের ক্ষুধা তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াত। এই চলিষ্ণুতা তাঁর সহজাত বিশেষত্ব। যা তিনি ব্যক্ত করেছেন মানুষ দেখে ফেরা। এজন্য তাঁর কাছে গ্রামের থেকে গ্রামবাসী, মেলার চেয়ে মেলায় আগন্তুক ও তীর্থের চেয়ে পুণ্যকামী মানুষজনের কথাই উপজীব্য হয়ে ওঠে। কেননা বিচিত্র মানুষের মধ্যে তিনি নিজেকেই খুঁজে ফিরেছেন। আর তাই 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'-এর শেষের দিকে কালকূটের আত্মসমীক্ষায় উঠে আসে অসংখ্য মানুষের সঙ্গমে অবগাহনের প্রতি বিচিত্র বিস্ময়। তাঁর কথায় 'সত্য, আমি ভগবান পেতে ছুটে আসিনি। ডুব দিতে এসেছিলাম লক্ষ হৃদি সায়রে। এখন, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আমার সারা বুক বড় ভারী! সে যে কিসের ভারে এমন পাষাণ হয়েছে জানিনে। এত লক্ষ লক্ষ লোক। আমি ডুব দিলাম, কি ডুব দেওয়ার সময় হয়েছে জানিনে। কিন্তু প্রাণভরে একটা নিশ্বাসও নিতে পারছিনে। কিসে ভরে উঠল মন এমনি করে। কি পেলাম।' প্রথমের এই মানুষের পরশ পাওয়ার সদিচ্ছার সেই সূত্রক্রমে যখন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পক্ষে রিপোর্টাজ কভার করার জন্য কুম্ভমেলায় যাওয়ার সুযোগ এল, তখন তিনি তা লুফে নিলেন। আর্থিক দৈন্য স্বীকার করেও তিনি কালকূটকে এগিয়ে দিলেন। এজন্য দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বক্স ক্যামেরায় তোলা ছবিসহ রিপোর্টাজ প্রকাশিত হলেও সমরেশের সংগ্রহে তখনও অনেক ছিল। আর তাই 'দেশ'-এর সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সম্মতি ও কানাইলাল সরকারের অনুমোদনে সমরেশ তার কালকূটকে হাজির করলেন ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'। অথচ সেই অমৃত কুম্ভের মধ্যে তিনি তাঁর বিষ কুম্ভটিকেও প্রদর্শন করেছেন।

'দেশ'-এ 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' সমরেশের প্রথম রচনা নয়। ১৯৫৩-তে তাঁর স্বনামেই গল্প প্রকাশিত হয়। ফলে সেদিক থেকে 'দেশ'-এ কালকূটের প্রাদুর্ভাব এবং পাঠকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা সমরেশের কালকূটকেই শুধুমাত্র পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি, সেই সঙ্গে তাঁকেও আর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সাহিত্যচর্চার জন্য ভাবতে হল না। এই কালকূটের সমধিক জনপ্রিয়তায় সমরেশ বসু সবদিক থেকেই নিজেকে নতুন করে মেলে ধরার অবকাশ পেলেন। কিন্তু তাঁর কালকুটের দুর্বিষহ জীবন তাঁকে আমৃত্যু ভুগিয়েছে। 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' সমাগত কালকূট তাঁর বিষ কুম্ভকে অনাবৃত করেননি ঠিকই কিন্তু তাঁর অস্তিত্বকেও অকপট করেছেন। শুধু তাই নয়, একাধিকবার সমরেশ কালকূটের মাধ্যমে তাঁর দুর্বিষহ জীবনের কথা বলেছেন। কুম্ভমেলায় ঢোকার আগে ধূলাময় রাস্তায় অসহায়তার মধ্যে তাঁর স্বগতোক্তি 'জীবনযুদ্ধে প্রাণ তিক্ত হলাহলে পূর্ণ। পথে বেরিয়েছি নিতান্ত একান্তে নিজের হৃদয়-একতারায় সুর তুলে। সেখানে একটানা আনন্দ থাকবে কে বলেছে?'

আবার মেলার অস্থায়ী তাঁবুতে ঘুমন্ত অবস্থায় অর্ধচেতনে কৃষ্ণের শতনামের গুঞ্জনে কালকূট মায়ের মুখে শোনা সেই শতনামের অমৃতময় স্মৃতিরোমন্থনের পরেই তাঁর বেদনাজর্জর জীবনের কথা স্মরণ করেছেন 'তার পর জীবনের স্রোতে আমি ভেসে গিয়েছি একটি বৃন্তহীন ফুলের মত। যৌবন এসেছে অসহ্য বেদনা ও সংগ্রামের ডাক নিয়ে। পায়ের তলার মাটি বাঁচাতে কবে হারিয়ে গিয়েছে সেই সুর। মায়ের রূপ ধরেছে এই কঠিন পৃথিবী।' আবার এক ভণ্ড সাপুড়ের কপাল ভালো দেখার কথাতেও কালকূট স্বগতোক্তিতে জানিয়েছেন, 'বাপ মা আত্মীয় বন্ধুস্বজনে যে কপাল কোনদিন ভাল দেখেনি, সে কপাল আজ অকস্মাৎ এই আলখাল্লাধারীর কাছে ভালো হয়ে ওঠা ভাল নয়।' ফলে যখনই কোনোভাবে ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ এসেছে, তখনই কালকূটরূপী সমরেশ তাঁর পার্থিব অস্তিত্বকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে তিনি তাঁর অমৃতপিয়াসী প্রকৃতিতেও হাজির করেছেন। এজন্য অপরের জীবনের আলোয় তার প্রতিচ্ছবিকেও স্মরণে এনেছেন তিনি। দেখা যায়, শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী আমঘাটার যে নুলো বলরাম শুধুমাত্র মনের জোরে ও বিশ্বাসে কুম্ভমেলার উদ্দেশে রওনা হয়ে ট্রেনের মধ্যে অসহায়ভাবে অপরের পীড়নের শিকার হওয়া সত্ত্বেও মুখে হাসি অন্তরে অচলাভক্তিতে অটল ছিল, তার জীবনদর্শনে অভিভূত কালকূট তাকে বার-বার স্মরণ করেছেন। যেখানে তাঁর এক পয়সাই 'মা-বাপ', সেখানে সেই 'বাপ-মা'কে হারিয়ে অমৃত প্রাপ্তির প্রত্যাশা প্রকট হয়ে উঠেছে। পাঠককে তাই সচেতন করে কালকূট জানাচ্ছেন 'তবুও। উপোস দেব একটি বেলা। ভাবছ, আবেগে হয়েছি অচৈতন্য। হবেও বা। কিন্তু মনের খুঁত-খুঁত রাখব কোথায়। হৃদয়জোড়া বিষকুম্ভ। মনে অশান্তি দিয়ে তাকে আরও ভরে দিই কেন। অমৃতকুম্ভের খোঁজ পাই নে এখনো। ছাড়ি কেন আত্মতৃপ্তিটুকু। চোখের উপর ভেসে উঠছে খালি বলরামের মুখটি।' আসলে বলরামের অমৃত কুম্ভের পুণ্যকামী মুখটি নয়, তার প্রত্যয়পূর্ণ আস্থার প্রতি কালকূটের দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়েছিল। সমরেশের মধ্যের এই জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার প্রত্যয়সিদ্ধ আস্থায় কালকূট সজীব হয়েছিলেন। এজন্য তাঁর প্রতিকূল জীবনপ্রবাহের মধ্যে কালকূটের অমৃত প্রত্যাশার প্রতি সুদৃঢ় আস্থাই তাঁকে 'অচঞ্চল' রেখেছিল। দেখা যায় 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' নেমে কালকূটের মাধ্যমে সমরেশ বিচিত্র মানুষের জীবনে সেই বিশ্বাসকেই খুঁজে ফিরেছেন। এই বিশ্বাসের আয়নাতেই বিচিত্র মানুষকে তিনি দেখার প্রয়াস চালিয়েছেন এবং দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সমরেশ তাঁর নিজের জীবনেও এরকমই প্রত্যয়ে স্থিতধী ছিলেন। যে-কারণে প্রথমে 'বিবর'(১৯৬৫) ও পরে 'প্রজাপতি'(১৯৬৭) উপন্যাসের জন্য চরম আঘাত পেয়েও 'অচঞ্চল' থাকতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে তাঁর পারিবারিক জীবনেও নেমে এসেছিল দুর্যোগের ঘনঘটা। গৌরী দেবী জীবিত থাকাকালীনই তাঁর বোন ধরিত্রীর (টুনি) সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়ে সমরেশের ব্যক্তিগত জীবন নতুন করে আবার বিষাক্ত হয়ে ওঠে। আর্থিক দৈন্যের চেয়ে আত্মিক দৈন্যের আঘাত চরম হয়ে থাকে। এজন্য তাঁর পারিবারিক অশান্তির চেয়ে তাঁকে বেশি বাইরের বিষাক্ত সমালোচনা আহত করেছিল। একে উপন্যাসদ্বয়ের বিরূপ সমালোচনা, তার ওপর পারিবারিক সংকট সমরেশকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। এজন্য তিনি কোথাও সেভাবে সমর্থন পাননি। উল্টে নিজের দলের কাছে থেকেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। একদা কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য এবং পরবর্তীকালে স্বনামখাত প্রকাশক তথা সমরেশের প্রথম জীবনে জেলে যাওয়ার আগে যাঁর সঙ্গে একসাথে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন সেই প্রসূন বসু তাঁর 'কৃতীজনের সান্নিধ্যে' জানিয়েছেন 'সমরেশদা যখন টুনি বৌদিকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধলেন তখন আমাকে জড়িয়ে পড়তে হল। আমি তখন থাকি কাঁকুলিয়া রোডে। সমরেশদা টুনি বৌদিকে নিয়ে এসে উঠেছেন ১৮ নম্বর বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের সি পি এম সাংসদ জ্যোতির্ময় বসুর অতিথি নিবাসে। ওখানে উঠবার পরের দিনই শংকর চট্টোপাধ্যায় আমাকে ডেকে জানাল, সমরেশদা তোকে দেখা করতে বলেছেন। শংকর সেই সময় সমরেশদাকে বেশ সাহায্য করেছিল। আমি একতলার একটি ঘরে সমরেশদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে টুনি বৌদিকে প্রথম দেখলাম। সমরেশদাকে বেশ অপরাধী অপরাধী লাগছিল। বুঝতে পেরেছিলেন আমি এ ব্যাপারটা কিছুতেই মানব না। প্রথম দিকে সত্যিই আমি মানতে পারিনি।' কিন্তু তার পরেও সমরেশের দুশ্চিন্তা থিতিয়ে আসেনি। সময়ান্তরে তা আরও জটিলতা তৈরি করেছিল। কেননা বৈধ বৈবাহিক সম্পর্ক না থাকায় ধরিত্রীর গর্ভের সন্তান নিয়েও তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সবিতেন্দ্রনাথ রায় তাঁর 'কলেজ স্ট্রীটে সত্তর বছর' (তৃতীয় পর্ব)-এ তাঁর সেই মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সেই সন্তানের দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে তিনি পরম প্রশান্তি লাভ করেছিলেন। সবিতেন্দ্রনাথের কথায় 'সমরেশবাবু বললেন, আপনি তো জানেন টুনির সঙ্গে আমার বিবাহ (দ্বিতীয় বিবাহ) ঠিক আইন-সিদ্ধ ছিল না। ছেলেকে নিয়ে ভাবনা ছিল। একটা খবর আমি জানতাম না। আমার এক উকিল বন্ধু জানালেন, বাবা-মায়ের বিবাহ আইনসিদ্ধ না হলেও তাদের সন্তানের বৈধ নাগরিকত্ব পেতে অসুবিধা হবে না। আমার উদিতের (সমরেশ-টুনির সন্তান) জন্য কী পাষাণভার চেপেছিল তা কাকেও বোঝাতে পারতাম না। এখন নিশ্চিন্তে মরতে পারব।' ফলে সমরেশের জীবনে ঘরে-বাইরে সর্বত্র অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, যা তাঁকে ইচ্ছাসুখের লেখায় স্বতঃপ্রবৃত্ত করে তুলেছিল। সেদিক থেকে তাঁকে কালকূটের লেখনীতে আরও বেশি সক্রিয় হতে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে তাঁর মানসভ্রমণেরও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে ওঠে এবং তাঁর 'শাম্ব'-এর উজ্জ্বল উপস্থিতি নিবিড়তা লাভ করে ।

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ঋণ: বিশ শতকে বাংলা উপন্যাস কালান্তরের পদধ্বনি, স্বপনকুমার মণ্ডল, করুণা প্রকাশনী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দ্বারকেশ্বর নদের পাড় বাঁধনোর কাজ শুরু, হাসি ফুটল আরামবাগের বন্যা দূর্গতদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগে সালেপুর সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদের পাড় বাঁধনোর কাজ শুরু হওয়ায় বন্যা দূর্গত মানুষের মুখে হাসি ফুটল। ওই এলাকার মানুষের দাবি, নদী বাঁধ মজবুত করে বাঁধা হলে বহু বছরের বন্যা সমস্যা মিটবে। জানা গিয়েছে, আরামবাগের মানিকপাট থেকে নীলকুঠির মাঠ পর্যন্ত আটশো মিটার কাজ হবে। দুই কোটি টাকা এই কাজের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। বাঁধ সংস্কারে হলে সালেপুর -১ ও ২ পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। দ্বারকেশ্বর নদের জল সারাবছর শীর্ণ ধারায় প্রবাহিত হয়। বর্ষা এলে নদের চেহারা বদলে যায়। বিপুল জলরাশি তখন নদের বুক দিয়ে বয়তে শুরু করে। তীব্র জলস্রোতে পাড় ভেঙে গ্রামের পর গ্রামকে প্লাবিত করে। আরামবাগ মাস্টার প্লানে নদী সংস্কার ও পাড় বাঁধনোর কাজ শুরু হতেই বন্যার চিত্র পাল্টাতে শুরু করেছে। আরামবাগ ব্লকের সালেপুর এলাকা থেকে দ্বারকেশর নদের জল ঢালু খানাকুলের ওপর দিয়ে তীব্র গতিতে প্রবাহিত হয়। সালেপুর এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদ একাধিক বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বর্ষার সময় এই বাঁকগুলোর বাঁধে নদের জল তীব্র বেগে আঘাত করে। পাড় ভেঙে গ্রামের পর গ্রামকে প্লাবিত করে। একুশ সালের বন্যার ভয়াবহ স্মৃতি গ্রামের বাসিন্দারা এখনও ভুলতে পারেননি। সালেপুর-১ও ২ পঞ্চায়েত এলাকার বাঁধগুলো জলের স্রোতে ক্ষয়ে গিয়েছে। নদে অতিরিক্ত জল এলে বাঁধ যেকোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাসিন্দারা গত দুই বছর ধরে শক্তপোক্ত পাড় বাঁধানোর দাবি জানাচ্ছেন। অবশেষে মানিকপাট ক্লাব থেকে নীলকুঠি খেলার মাঠ পর্যন্ত আটশো মিটার পর্যন্ত পাড় বাঁধনোর কাজ শুরু হয়েছে। পাড় বাঁধনোর কাজ শুরু হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ডোঙ্গল এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ চৌধুরী বলেন, বছরের পর বছর ধরে বন্যার জলে এই এলাকাগুলো প্লাবিত হয়। বাড়িঘর ভেঙে যায়। ফসলের ক্ষতি হয়। সালেপুরের এই জায়গায় দ্বারকেশ্বর নদের একাধিক বাঁক আছে। পাড়ের ভাঙন সবচেয়ে বেশি হয়। বাঁধ শক্তপোক্ত করে বাঁধানো হলে বেশিদিন টিকবে না। অপর বাসিন্দা রামপ্রসাদ পাত্র বলেন, আরামবাগ ব্লকের সবচেয়ে বন্যা কবলিত এলাকা সালেপুর। বন্যার আশঙ্কায় এই বছর আতঙ্কে ছিলাম। সালেপুর -১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সত্যজিৎ চক্রবর্তী বলেন, বাঁধ সংস্কার নিয়ে গ্রামবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানাচ্ছিলেন। সেচ দপ্তর ও মহকুমা শাসকের কাছে একটি মাস পিটিশন জমা দেওয়া হয়েছিল। প্রশাসনের তরফে কাজ শুরুর আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। মানিকপাট ক্লাব থেকে নীলকুঠির বল গ্রাউন্ড পর্যন্ত কাজ শুরু হয়েছে। বন্যা নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের উদ্বেগ কমবে। মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক দীনবন্ধু ঘোষ বলেন, আরামবাগ মাস্টার প্লানের আওতায় এই কাজ শুরু হয়েছে। প্রথমে শালবল্লা ও তারপর পাথর দিয়ে পিচিংয়ের কাজ হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ হবে বলে আশা করছি। সবমিলিয়ে বাঁধ সংস্কার হলে আরামবাগের সালেপুর এলাকার মানুষ বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে গর্জে উঠল বাগনানের মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। রবিবার বিকেলে কার্যত গর্জে উঠলেন বাগনানের কয়েক হাজার মহিলা।

এদিন গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে ১০ থেকে ১৫ হাজার মহিলাকে নিয়ে বিশাল মিছিল করল বাগনান কেন্দ্র তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। এই মিছিলের ফলে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বাগনান শহর। এদিন বাগনান লাইব্রেরি মোড় থেকে বিশাল মিছিল পুরো বাগনান শহর পরিক্রমা করে বানকুর মোড়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে বাগনানের বিধায়ক অরুণাভ সেন জানান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে ভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে মন্তব্য করেছেন, তা মহিলাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তারই প্রতিবাদে কার্যত গর্জে উঠেছিলেন মহিলারা। দিন মহুয়া মৈত্র প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন যে ভাবে ওনাকে বহিষ্কার করা হয়েছে তা অন্যায়। এক মহুয়া মৈত্রকে বহিষ্কার করলে লাখো মহুয়া মৈত্র তৈরি করার ক্ষমতা রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদে প্রশ্নের জবাব না দিতে পেরে এ কাজ এথিক্স কমিটির মাধ্যমে করেছে বিজেপি। অন্যদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও কটাক্ষ করেন। তবে এদিন বিকেলের পর এই মিছিলের ফলে স্তব্ধ হয়ে যায় বাগনান।

বিজেপি করায় লক্ষাধিক টাকার ফসল নষ্টের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: রাজনৈতিক ভাবে বিজেপি করা এক কৃষকের কয়েক বিঘা জমির লক্ষাধিক টাকার বেশি মূল্যের ফসল নষ্টের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। বাগদা থানার খদ্য কুলবাড়িয়া এলাকার ঘটনা। ফসলের মালিক মালতী সরকার প্রায় দেড় বিঘা জমি ভাগে নিয়ে কলা চাষ করেছিলেন। তিনি দেখেন, বাগানের বেশিরভাগ কলাগাছ হঠাৎ করে মধ্যখান থেকে কেটে ফেলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই দোষীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন কৃষকের পরিবার।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, দেড় বিঘা জমি ভাগে নিয়ে কলা চাষ করেছিলেন মালতি দেবীর পরিবার। কলা গাছে ফলন আসতেই কলাবাগানে গিয়ে পরিবারের সদস্যরা দেখেন জোরে হাওয়া হলেই কলাগাছ একে একে প্রায় সবগুলো ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। প্রচুর কলা গাছ কেটে মাটিতে ফেলে রাখা হয়েছে। কলা গাছের মাঝখান থেকে প্রত্যেকটি কলা গাছকে অর্ধেক কেটে দেওয়া হয়েছে। পরিবারের দাবি, প্রায় তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে তাদের।

ভোলানাথ সরকার কলা বাগানের মালিক অর্থাৎ ভাগচাষি বলেন, 'আমরা বিজেপি করি সেই রাগেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমাদের কলাবাগান পুরোপুরি ভাবে কেটে দিয়েছে আমাদের সঙ্গে কারও ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। প্রশাসনের কাছে আমাদের একটাই আবেদন যারাই দোষী তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুক।'

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল এই ধরনের নোংরা রাজনীতি বিশ্বাস করে না। বিজেপির কোনও কাজ নেই তাই তৃণমূলের ওপর মিথ্যে দোষারোপ করতে পারলেই তারা সংবাদমাধ্যমে থাকতে পারবে এই জন্যই এই ধরনের নোংরা রাজনীতি করছে। এই ঘটনা পারিবারিক ওনাদের নিজেদের বিবাদের জেরেই এই ঘটেছে। প্রশাসনকে বলব আপনারা দ্রুত ব্যবস্থা নিন এবং যিনি এই ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আইনগতভাবেও শাস্তির ব্যবস্থা করুন। তৃণমূল সব সময় কৃষকদের সঙ্গে রয়েছে। তাই আমরাও চেষ্টা করব যদি আমাদের পক্ষ থেকে সরকারি ভাবে ওনাদের সহযোগিতা করা যায়, আমরা দলীয় ভাবে সেটাও দেখছি।'

মেয়েকে সুস্থ করতে মন্ত্রীর পায়ে ধরে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মন্ত্রীকে সামনে পেয়ে মেয়েকে বাঁচানোর আবেদন জানিয়ে মন্ত্রীর পা জড়িয়ে ধরলেন পরিবারের লোকজন। শুক্রবার সন্ধ্যায় মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন কলাগাং এলাকার বাসিন্দা রিঙ্কু রায়ের মেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। ওইদিন রাত এগারোটা নাগাদ তড়িঘড়ি তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করা হয়। মেয়েটির পরিবারের অভিযোগ, কোনও কিছু টেস্ট না করিয়েই শুক্রবার রাতে অপারেশন করা হয়েছে। অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় শনিবার সকালের দিকে আরও একটি অপারেশন করা হয় বলে অভিযোগ। তারপর থেকে ব্লিডিং বন্ধ না হওয়ায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে রোগী। এই অবস্থায় শিশুটিকে ভর্তি করা হয় আইসিইউতে। রবিবার ভোরবেলা বাড়ির লোককে জানানো হয় মেয়ের কন্ডিশন খারাপ। আর তারপরেই বাড়ির লোক ক্ষোভ দেখান। এদিন সকালে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা লালগড়ে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে জখম হয়ে ভর্তি থাকা কয়েকজনকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেখতে আসেন। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে তাদের মেয়েকে বাঁচানোর কাকুতি মিনতি জানিয়ে পা জড়িয়ে ধরেন বাড়ির লোকজন। কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা। মন্ত্রী তাদের সান্ত্বনা দেন। ইতিমধ্যেই মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আউট পোস্টে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন অসুস্থ শিশুটির বাড়ির লোকজন।

মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা জানান, হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে কথা বলে বাচ্চাটিকে দেখে এসেছি। তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার কথা হাসপাতাল সুপারকে বলা হয়েছে।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাষ্ট্রবাদী বন্ধুগণ সংগঠনের উদ্যোগে রবিবার পানাগড়ের রেলপারে অগ্রগামী ফুটবল ময়দান সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে যোগ দেন দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘরুই সহ বিশিষ্টজনেরা।

এদিন শিবিরে যোগ দিয়ে লক্ষণ ঘরুই জানান, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো বেহাল। সরকারি

হাসপাতালে একটা বেডে তিন জন করে রোগী শুয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা হচ্ছে না। হাসপাতালে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। গরিব মানুষের টাকা না থাকায় তারা বড় হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে পারে না। তাই গরিব মানুষের কথা ভেবে পানাগড়ের বাসিন্দারা একটি সংগঠন তৈরি করে। তারা দুর্গাপুরের একাধিক চিকিৎসককে নিয়ে এসে বিনামূল্যে এলাকার মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। এদিন ২০০ জনেরও বেশি মানুষ বিনামূল্যে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ও ব্লাড সুগার,ইসিজি পরীক্ষা করিয়েছেন। এলাকার মানুষকে সুস্থ রাখতেই সংগঠনের সদস্যরা উদ্যোগ নেওয়ায় তাঁদের সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি।

উড়ালপুলের দাবিতে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: জয়চণ্ডী পাহাড় রেল স্টেশনের সামনে উড়ালপুলের দাবিতে আন্দোলনে নামলেন এলাকার মানুষ। রঘুনাথপুর ও আদ্রা সড়কের ওপর থাকা জয়চণ্ডী পাহাড় রেল স্টেশনের সামনে লেভেল ক্রসিংয়ে এমন মানুষ নেই যে গেট বন্ধ থাকার জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ রাস্তার ওপর কিছুক্ষণ পর পর গেট বন্ধ থাকায় নাজেহাল হতে হয় এলাকাবাসীকে। আদ্রা, কাশীপুরের দিক থেকে আসা বা রঘুনাথপুর থেকে আদ্রা, কাশীপুর যাওয়ার সময় অ্যাম্বুলেন্স, দমকল বাহিনী, বিভিন্ন আপৎকালীন যানবাহনকেও আটকে পড়তে হয় এই গেটে। অফিস, আদালত, স্কুল কলেজ, কলকারখানায় যেতে হলেও এই গেটে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। এটা থেকে মুক্তি পেতে অবশেষে রবিবার বেলা ১১টার সময় দলমত নির্বিশেষে এলাকার মানুষ একত্রিত হয়ে জয়চণ্ডী রেলগেটের সামনে আন্দোলনে বসেন।

Rishra Gram Panchayat
Vill.+P.O.: Bamunari, P.S.: Dankuni, Dist.- Hooghly, PIN- 712250

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 1 no. development work under **ISGPP IBRD Fund** vide **NIT No.: 010/e-NIT/RIS/2023-24, Date: 08.12.2023.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **15.12.2023 at 11:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date (Online): **20.12.2023 up to 11:00 Hrs.** Date of Opening of Technical & Financial Bid (Online): **22.12.2023 at 11:00 Hrs.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Rishra Gram Panchayat

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender & Quotation

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. e-Tender details given below:
NIT No.: 745/MOG-I/23, Date: 11.12.2023
NIT No.: 746/MOG-I/23, Date: 11.12.2023
NIT No.: 747/MOG-I/23, Date: 11.12.2023
NIT No.: 748/MOG-I/23, Date: 11.12.2023
Last Date of Bid Submission: **23/12/2023 up to 11:00 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Quotations details are given below:
NIQ No.: 749/MOG-I/23, Date: 11.12.2023
NIQ No.: 750/MOG-I/23, Date: 11.12.2023
NIQ No.: 751/MOG-I/23, Date: 11.12.2023
Last Date of Bid Submission: **18/12/2023 up to 14:30 Hrs.** For details follow the Notice Board of Gram Panchayat Office.

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

বিজেপির পরাজিত প্রার্থী সহ ১১টি পরিবারের তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পঞ্চায়েত ভোটপর্ব বেশ কয়েকমাস মিটে গেলেও থামছে না দলবদল। এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির পরাজিত প্রার্থী সহ ১১টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল।

এদিন পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডির বাড়েরিয়ার একটি বেসরকারি রিসর্টে যোগদান পর্ব আয়োজিত হয়। সেখানে বাঘমুণ্ডি ব্লকের তুন্তুড়ি-সুইসা অঞ্চলের সারিডি বুথ থেকে দলত্যাগী বিজেপির পরাজিত প্রার্থী এবং বিজেপির ১১টি পরিবারের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া। উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো, বাঘমুণ্ডি বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো, আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, জেলা তৃণমূলের সম্পাদক যুগল চন্দ্র কুইরি, জেলা মহিলা সভানেত্রী সুমিতা সিং মল্ল, আড়ষা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিশ্বরূপ মাঝি, বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মল্লিকা চক্রবর্তী, বাঘমুণ্ডি ব্লক তৃণমূল সভাপতি নিকুঞ্জ মাঝি, বাঘমুণ্ডি ব্লক মহিলা সভানেত্রী ইন্দুমতি মাহাতো প্রমুখ।

যোগদানকারীদের একাংশ দাবি করেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করার জন্য এবং গ্রামের মানুষের কাজ করার জন্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছি। মানুষের কাজ একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই করে। উন্নয়ন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই হবে। সেই কারণে আমরা এই তৃণমূলে যোগ দিলাম।' অন্যদিকে সৌমেনবাবু বলেন, 'জেলায় প্রায় দিন অন্যান্য দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে। এইদিন তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হতে এবং দিদির হাত শক্ত করার লক্ষ্যে যোগ দিয়েছেন।' আগামী দিন আরও হাজারে হাজারে মানুষ তৃণমূলে সামিল হবেন বলে দাবি করেছেন তিনি।

কলিকাতা গ্রামে অন্য কালীপুজো কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ

অসীম কুমার মিত্র ● হাওড়া

হাওড়া জেলার আমতা ১নং ব্লকের অধীন কলিকাতা গ্রাম। ইতিহাসের নানা স্মৃতি-বিজড়িত এই গ্রাম শহর কলিকাতার চাইতেও প্রাচীন। গ্রামের বাজার-সংলগ্ন স্থানে মা কালীর মন্দির। এই মা কালীই হলেন এখানকার মানুষের সবচাইতে বড় আবেগ।

আজ থেকে আনুমানিক প্রায় তিনশো বছর আগে কলকাতা গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী দামোদর নদের চরে একটি বৃহৎ আকৃতির কাঠের গুঁড়ি আটকে থাকতে দেখা যায়। জানা যায়, ওই কাঠ দিয়ে কালী মায়ের মূর্তি তৈরি করে মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য স্বপ্নাদেশ পান এলাকার তিনজন ব্যক্তি। নিকটবর্তী বিনলা গ্রাম নিবাসী ছুতর মিস্ত্রি হীরু কুণ্ডুর পিতামহ জয়কালী কুণ্ডু (বাক্‌শক্তিরহিত), নিত্য পুজোর পূজারি রসপুর গ্রাম নিবাসী পাঠক বংশের রাঢ়ি শ্রেণির ব্রাহ্মণ করালি পাঠকের এক পূর্বপুরুষ (শ্রবণে অক্ষম) এবং কলিকাতা গ্রাম নিবাসী বর্তমান মান্না বংশের পূর্বপুরুষ বাসোঘরি শঙ্কর মান্না।

এই তিনজন স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পরদিন ভোরে ছুতর মিস্ত্রি জয়কালী কুণ্ডু বর্তমান মন্দিরের ফাঁকা জায়গায় ঘুরতে থাকেন। এরপর তিনজন মিলে মায়ের স্বপ্নাদেশের কথা তখনকার দিনের ভক্তিপ্রাণ ও উৎসাহী গ্রামবাসীদের জানান। এরপর ওইসব ভক্তপ্রাণ গ্রামবাসীদের সহায়তায় ও প্রচেষ্টায় বন্যার জলে ভেসে আসা ওই গুঁড়ি দামোদর নদের চর থেকে তুলে আনা হয়। সেই সময় থেকেই ওই চর বা ঘাট 'কালীদহ ঘাট' নামে পরিচিতি পায়। প্রললিত আছে, আজও মা ওই ঘাটে স্নান করতে যান বাসোঘরি শঙ্করমান্নার বাড়ির ওপর দিয়ে, সেই জন্য আজও চারপুরুষ ধরে ওই বাড়ির মূল দরজা রাত্রিবেলায় কোনও দিন বন্ধ হয় না এরপর বর্তমান মন্দির প্রাঙ্গণের তৎকালীন ফাঁকা জায়গায় জয়কালী কুণ্ডু ওই গুঁড়ি থেকে মা ভবতারিণী মূর্তি, মহাদেব মূর্তি এবং শিব ও মায়ের সিংহাসন তৈরি করেন।

কার্তিক মাসের দীপান্বিতা কালীপুজোর দিন মায়ের প্রথম পুজো শুরু এবং প্রতিষ্ঠা হয়। এছাড়া এখানে চৈত্র মাসের শেষ পাঁচদিন ধরে চলে গাজন উৎসব। এখানেও গ্রামের পাঁচটি পরিবার থেকে এক জন করে মোট পাঁচজন সন্ন্যাসী দায়িত্ব নেন। কালী মায়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকে কলিকাতা গ্রামে অন্য কালীপুজো কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ আছে। এই নিয়ম আজও বর্তমান। এরপর থেকে বহু মানুষের ভক্তি এবং আন্তরিক ইচ্ছায় মন্দিরের রূপান্তর ঘটেছে। যা বর্তমানে শিবকালী মন্দির হিসাবে বিশেষ ভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। পুনরায় মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে। পুজোর দিনে এক বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকে পুজোয় উপস্থিত গ্রামবাসীবৃন্দ। সেইদিন এই বিশেষ পুজোর তন্ত্রধারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আনুলিয়া - রামচন্দ্রপুর গ্রাম নিবাসী বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি হরনাথ চক্রবর্তী মহাশয়। সেদিন পুজোর শুরুতেই পূজারি পাঁচুগোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে তন্ত্রধারকের পুজোর বিষয়ে কিছু মতানৈক্য দেখা দেয়। তৎক্ষণাৎ পূজারি পাঁচুগোপাল পুজোর আসন ছেড়ে উঠে সোজা বাড়ি চলে যান।

ঠিক সেই সময় মায়ের সিংহাসনের ভিতর থেকে একটি গোখরো সাপ বেরিয়ে ফণা তুলে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। এরপরই তন্ত্রধারক পণ্ডিতমশাই অসহায় হয়ে পুনরায় ওই পূজারী ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে ওই আসনে আবার বসিয়ে পুনরায় পুজো শুরু করার অনুরোধ করেন। তারপর ওই সাপের উপস্থিতিতেই পুজো শুরু হয়। কয়েক মুহূর্ত পর সাপটি সিংহাসনের তলায় চলে যায়। পুজোর শেষে বহু খোঁজাখুজির পরও সাপটির কোনও হদিশ মেলেনি।

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK
(A GOVT. ENTERPRISE)

নদিয়া রিজিওনাল অফিস, ৫, আর.কে. মিত্র লেন, পাত্র মার্কেট, পো. কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন -৭৪১১০১

দখল নোটিশ

যেহেতু বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং, শাখার নাম, ফোন নং, ইমেল	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ স্বত্বাধিকারী/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) ১৩(০২)-তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবির পরিমাণ
(১) বণ্ডলা মার্কেট bmbgm@bgvbank.co.in	১. মন্দির ঘোষ এবং শিলা ঘোষ স্বত্বা/ঋণগ্রহীতা : ১. মন্দির ঘোষ, পিতা মৃণাল কান্তি ঘোষ, গ্রাম : বণ্ডলা মধ্য পাড়া, পো-বণ্ডলা, জেলা-নদিয়া, পিন-৭৪১৫০২ (ঋণগ্রহীতা)। ২. শিলা ঘোষ, স্বামী মৃণাল কান্তি ঘোষ, গ্রাম -বণ্ডলা মধ্য পাড়া, পো- বণ্ডলা, জেলা - নদিয়া, পিন-৭৪১৫০২ (জামিনদাতা)।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা- বণ্ডলা, জেএল নং ৬৯, প্লট নং : আরএস ৮১৯, এলআর ৮১৯/২০৬২, খতিয়ান নং : আরএস ১৮৩৯, এলআর ১৭৪৬/২, জমির শ্রেণি : ভিটা, এরিয়া : ২.৫০ শতক, দলিল নং ৪৫৩০-২০১১ সালের, চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : ৫ ফুট চওড়া কাঁচা চলার পথ, দক্ষিণে: দীপক সাহার ভিটা জমি, পূর্বে : মন্দির ঘোষের খালি জমি, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া পাকা সড়ক, থানা-হাসখালি, জেলা : নদিয়া, পিন- ৭৪১৫০২, শিলা ঘোষ, স্বামী মৃণাল কান্তি ঘোষ এর নামে, গ্রাম - বণ্ডলা মধ্য পাড়া, পো-বণ্ডলা, জেলা-নদিয়া, পিন-৭৪১৫০২ (জামিনদাতা)।	ক) ০৯.০২.২০২৩ খ) ০৫.১২.২০২৩ গ) ১২,৩৯,২৫২.০০ টাকা (বারো লাখ উনচল্লিশ হাজার দুশো বাহান্ন টাকা) ২৯.১১.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ
(২) পদমালা bmpml@bgvbank.co.in	মেসার্স সাগর অয়েল মিল, স্বত্বাধিকারী- সাহাবুদ্দিন বিশ্বাস স্বত্বা/ঋণগ্রহীতা : ১) মেসার্স সাগর অয়েল মিল, গ্রাম- বাদলাঙ্গি, পো-কল্যাণ-দহ, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১১২৩ (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : সাহাবুদ্দিন বিশ্বাস, পিতা দাবিরুদ্দিন বিশ্বাস, গ্রাম - বাদলাঙ্গি, পো-কল্যাণদহ, জেলা - নদিয়া, পিনা-৭৪১১২৩ (ঋণগ্রহীতা) ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা-মালমগাছা, জেএল নং ৩৮, প্লট নং আরএস এবং এলআর ২১৫, খতিয়ান নং : আরএস ১৩১, এলআর ৬৩৪, জমির শ্রেণি : ভিটা, এরিয়া : ০২ শতক, দলিল নং ১৩৮-২০০৫ সালের, চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : সাহাবুদ্দিন বিশ্বাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : এক্স, পূর্বে : সীমা মন্ডলের জমি, পশ্চিমে : সড়ক, থানা-চোপরা, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১১২৩, সাহাবুদ্দিন বিশ্বাস, পিতা দাবিরুদ্দিন বিশ্বাসের নামে, গ্রাম- বাদলাঙ্গি, পো-কল্যাণদহ, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১১২৩ (ঋণগ্রহীতা)	ক) ২০.০৫.২০২৩ খ) ০৫.১২.২০২৩ গ) ১১,১৩,৩৯৬.০০ টাকা (এগার লাখ তেরো হাজার তিনশো ছিয়ানব্বই টাকা) ২৯.১১.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ

তারিখ : ১১.১২.২০২৩
স্থান : কৃষ্ণনগর, নদিয়া

অনুমোদিত অফিসার, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, নদিয়া রিজিওনাল অফিস
৫, আর.কে. মিত্র লেন, পাত্র মার্কেট, পো. কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন -৭৪১১০১

কালী মায়ের কৃপায় সাংসদপদ হারা, নাম না করে মহুয়াকে কটাক্ষ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, নাম না করে সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে আক্রমণ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। একজন বলেছিলেন, কালী মদ খায় আর মাংস খায়। আর একজন বলেছিলেন, শিবের মাথায় কী যেন পড়াতে হবে। এক বছরও গেল না সেই কালী মায়ের কৃপায় সাংসদপদ হারা হয়ে গেলেন একজন।

নদিয়ার নবদ্বীপে একটি নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে নাম না করে এভাবেই কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিলাদিদি বলেও কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না তিনি। নদিয়ার নবদ্বীপ রেলওয়ে রিক্রেশন ক্লাবের ময়দানে সারা ভারত কীর্তন ও বাউল গীতি সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি মহা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানেই উপস্থিত

ছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। শান্তনু ঠাকুর মঞ্চ ছাড়তেই বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার উপস্থিত হন। তীর্থনগরী নবদ্বীপে তাঁকে করতাল হাতে নিয়ে কীর্তন করতেও দেখা যায়।

এরপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, 'ধর্মকে যদি আমরা রক্ষা না করতে পারি তা হলে ধর্ম আমাদের রক্ষা করবে না। তার জলজ্যান্ত উদাহরণ কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ।' অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে শিশু মৃত্যুর ঘটনা নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। তিনি বলেন, 'রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বাস্থ্য ভালো নেই। এখানে শিশুর চিকিৎসা হওয়ার কথা সেই বেডে কালীঘাটের কাকু শুয়ে রয়েছে।'

তিনি বলেন, 'রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখন নিজের পরিবারের বিয়ের আমন্ত্রণে যেতে ব্যস্ত।' অন্যদিকে পথশ্রী প্রকল্প নিয়ে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি সবসময় শিলান্যাস করে বেড়াতেন। তাঁর তাই নাম হয়েছিল শীলাদি।' এদিন বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থ নস্করের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য লোকশিল্পী কীর্তন শিল্পী ছাড়াও অসংখ্য সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন।

খানাকুলে মৃত চাষির বাড়িতে গেল বিজেপির প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অকাল বর্ষণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ধান। মাথায় হাত চাষিদের। আর্থিক ক্ষতির মুখে তারা। এই রকম পরিস্থিতিতে মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস দিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় খানাকুলের এক চাষির।

তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃত চাষরি নাম তরুণ পালুই। রবিবার সকালে মৃত তরুণ পালুইয়ের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা করে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, গোঘাটের বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক, পুরশুড়ার বিধায়ক তথা আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিমান ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন মৃত চাষির পরিবারের লোকজন বিশেষ করে মা বাবা ও স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। পাশে থাকার পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতা করে বিজেপি নেতৃত্ব। এই বিষয়ে মৃতের সম্পর্কে ভাই জয়ন্ত পালুই বলেন, দাদা পাঁচ বিঘা জমিতে ভাগ চাষ করেছিল। অকাল বৃষ্টিতে ধান জমি ডুবে যায়। ঋণও করেছিল বলে শুনেছিলাম।

এই চাষি মৃত্যুর ঘটনায় মৃত চাষির পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিলেন বিজেপি নেতা বিমান। তিনি এই চাষি মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, খ ানাকুলের মৃত চাষি তরুণ পালুই ঘরে এসেছি। বহু টাকার ঋণ নিয়েছিলেন। সামাজিক সম্মান বাঁচাতে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। কৃষকদের রক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকার কিছু করেনি। ফসলের দাম নেই। সারের কালোবাজারি চলছে। আলু বীজের দাম বাড়ানো হচ্ছে। সরকার কিছু করছে না। আমরা রাজ্যের চাষিদের পাশে আছি। এদিন মৃতের পরিবারকে কিছু সাহায্য করা হল। অপরদিকে খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি কৃষক দরদি। সেটা যে অসত্য, তা কৃষক মৃত্যুতেই প্রমাণিত। পিলখাঁর কৃষক ঋণ পরিশোধ না করতে পেরে আত্মহত্যা করেন। অথচ শাসক দল তৃণমূল ও রাজ্য সরকার কিছু করেনি। আমরা কৃষক পরিবারের পাশে আছি।

ফসল নষ্ট হওয়ায় রাইসমিলের গেটে তালা, অবরোধ-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাইসমিলের পচা জল কৃষি জমিতে পড়ায় বিঘার পর বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়েছে। ফসল নষ্ট হওয়ার জেরেই এলাকার সবকটি রাইসমিলের গেটে তালা ঝুলিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে নামলেন কৃষকরা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের কৈয়ড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মোগোলমারি - বোঁয়াইচণ্ডী রোড সংলগ্ন শংকরপুর ও তোরকোনা এলাকায়।

কৃষিকদের অভিযোগ, রাইসমিলের জল নিকাশের যে নয়ানজুলি রয়েছে, তা দীর্ঘদিন যাবত কোনও রকম সংস্কার করেনি রাইসমিল কর্তৃপক্ষ। যার কারণে মশা-মাছির উপদ্রব বাড়ার পাশাপাশি কচুরিপানা এবং রাইসমিলের অন্যান্য আবর্জনায় ভর্তি হয়ে যাওয়ার কারণে নয়ানজুলি উপচে ওই নোংরা জল কৃষি জমিতে প্রবেশ করায় বিঘার পর বিঘা জমির ধান নষ্ট হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, রাইস মিলের পচা জলের কারণে বহু বছর ধরে জমির ধান নষ্ট হয়ে আসছে। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। রাইস মিলের পচা জল যন্ত্রণার পাশাপাশি মিলের ছাই উড়ে ধানের ফলনেও ব্যাঘাত ঘটায় এবং ছাই ওড়ার কারণে ওই এলাকায় কৃষিকাজ করার জন্য মেলে না কৃষি শ্রমিকও। ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হয় স্থানীয় চাষিদের।

প্রতিবাদে এদিন এলাকার চাষিরা একত্রিত হয়ে পথ অবরোধ এবং একাধিক রাইসমিলের গেটে তালা লাগিয়ে আন্দোলনের সামিল হন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ এবং কৈয়ড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। জানা যায়, সমস্যার সমাধানের জন্য প্রসাশনের পক্ষ থেকে রাইসমিল কর্তৃপক্ষ এবং কৃষকদের নিয়ে সমাধান সূত্র বের করার উদ্দেশ্যে তোরকোনা এলাকায় একটি জরুরি বৈঠক করা হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস পাওয়ার পরই বিক্ষোভ উঠিয়ে নেন কৃষকরা।

চক্ষু পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: রবিবার বর্ধমান সহযোদ্ধার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে লায়ন্স ক্লাব ক্লাব অফ বর্ধমানের সহযোগিতায় চক্ষু পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই কর্মসূচি বিজয়রাম আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন ১০০ জনের বেশি এলাকার মানুষকে নিয়ে চক্ষু ও স্বাস্থ্য শিবির করা হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বনানি রায়, বিশিষ্ট আইনজীবী সঞ্জয় ঘোষ, সরাইটিকর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জয়ন্ত মণ্ডল, গ্রাম সদস্যা রূপা দাস, সঞ্জয় সাঁই, এছাড়া বর্ধমান সহযোদ্ধার জগন্নাথ ভৌমিক, তারকনাথ রায়, আমিরুর রহমান, দেবনাথ মুখোপাধ্যায়, সহযোদ্ধার সহ-সভাপতি মেহেবুব হাসান, ফাল্গুনী দাস রজক, প্রশান্ত ধীবর, সুচিত্রা মাল সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনরা।

প্রথমে অতিথি বরণের পর বর্ধমান সহযোদ্ধার সদস্য মুক্তাদি এবং তাঁর সংগীতের দলের সকল সদস্য সদস্যা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন, পরে বর্তমান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বনানী রায় এদিন সহযোদ্ধার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সুন্দর একটি আবৃত্তি উপহার দেন, এছাড়াও নৃত্য পরিবেশন করেন বর্ধমান মহিলা থানার মহিলা পুলিশ অফিসার কৃষ্ণা সাহা।

এদিন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে জানান, বর্ধমান সহযোদ্ধা দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে আসছে এবং আগামী দিনেও তারা সমাজসেবামূলক কাজ করবে পাশাপাশি এই ধরনের শিবির এখন খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এদিনের এই কর্মসূচিতে সহযোদ্ধার সহ-সভাপতি মেহবুব হাসান জানান, ২০১০ সালের ৯ ডিসেম্বর বর্ধমান সহযোদ্ধা সরকারি ভাবে রেজিস্ট্রেশন পায়। তার আগে থেকেই বর্ধমান সহযোদ্ধা বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে আসছে, ৯ ডিসেম্বর সামনে রেখে প্রত্যেক বছর বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এই দিনও এই কর্মসূচির মধ্যে ছিল চক্ষু পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য শিবির। যা লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রত্যেকের সম্মিলিত প্রয়াসে এদিন বর্ধমান সহযোদ্ধা সহযোধ্যায় পরিণত হয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারু ভাবে পরিচালনা করেন সহযোদ্ধার অন্যতম সদস্য জগন্নাথ ভৌমিক।

পুনর্বাসনের দাবিতে খোলামুখ খনিতে আদিবাসীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: রবিবার ইসিএলের কেন্দা এলাকার শংকরপুর খোলামুখ খনিতে পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় আদিবাসীদের একাংশ। সকাল থেকে বিক্ষোভ চলে বেশ কয়েক ঘণ্টা। বিক্ষোভের জেরে ব্যাহত হয় খোলামুখ খনির উৎপাদন সহ অন্যান্য কাজ।

বিক্ষোভকারীদের পক্ষে লক্ষ্মী মাঝি, মন্টু রুইদাসের দাবি, 'খনি সংলগ্ন সিদুলির দিঘিরবাঁধ এলাকার বাসিন্দা তাঁরা। বহু বছর ধরে এখানে বসবাস করছি। সম্প্রতি খে লামুখ খনিতে বিস্ফোরণের ফলে ঘরবাড়ির ক্ষতি হচ্ছে। ফাটল ধরছে দেওয়াল, ছাদে। আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে। তাই আমরা চাই আমাদের অন্য জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া হোক।' খনি কর্তৃপক্ষকে আগেও পুনর্বাসনের আর্জি জানানো হলেও, তারা কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা।

বিক্ষোভ প্রসঙ্গে শংকরপুর খোলামুখ খনির এক

আধিকারিক জানান, বিস্ফোরণের জেরে দিঘিরবাঁধ এলাকায় ঘরবাড়ির ক্ষতি হচ্ছে এই দাবি ঠিক নয়। কারণ ওই বসতি এলাকাটা খনি থেকে অনেকটাই দূরে। বিস্ফোরণের প্রভাব অতদূর পৌঁছয় না বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি জানান, খনি সম্প্রসারণের কাজ হলে তখন ওই এলাকার বাসিন্দাদের অবশ্যই পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

বইমেলায় বইপ্রেমীদের গাছ উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বই কিনলে মিলছে রকমারি ফল, ফুলের গাছের চারা। সবুজ বাঁচাও অভিযানে নেমে বহরমপুর বইমেলা থেকে বইপ্রেমীদের এই গাছ উপহার দিচ্ছেন প্রকৃতিপ্রেমী অর্ধেন্দু বিশ্বাস। রবিবার ছুটির দিন বহরমপুর বইমেলা প্রাঙ্গণ থেকে ১২০০ গাছের চারা তুলে দিলেন অর্ধেন্দু বিশ্বাস। বইমেলার শেষ দিনও সম পরিমাণ বা তার বেশি গাছের চারা তুলে দেওয়া হবে বলেই প্রতিশ্রুতি দেন অর্ধেন্দুবাবু।

শনিবার থেকে বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার ময়দানে শুরু হয়েছে ৪৩তম জেলা বইমেলা। বইমেলার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে বইমেলা। বইমেলার দ্বিতীয় দিনেই গাছের চারা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন অর্ধেন্দু বিশ্বাস। মেলার যে কোনও স্টল থেকে একটি বই কিনলে মিলছে পছন্দের একটি গাছের চারা। সেই তালিকায় রয়েছে আম, জাম, পেয়ারা, লিচু, বেদানা, মেহগনি, শাল, সেগুন সহ শীতকালীন নানাবিধ ফুল গাছের চারা। রয়েছে হরেক রকমের পাতাবাহার। বইপ্রেমীরা তাঁদের পছন্দ মতোই গাছের চারা পাচ্ছেন। বই কিনে পেয়ারা গাছের চারা সংগ্রহ করে মৌমিতা সাহা বলেন, 'বই ভালোবাসি তাই বই কিনেছি। সবুজ বাঁচাও, পরিবেশ রক্ষা করো অভিযানে আমিও সামিল হতে চাই।'

গত কয়েক বছর ধরে সবুজ বাঁচাও অভিযান চালিয়ে আসছেন অর্ধেন্দু। বহরমপুরে যে কোনও মেলা, খেলা বা বিবাহ, অন্নপ্রাসন অনুষ্ঠানে নিজের পকেটের খরচায় গাছের চারা নিয়ে হাজির হন অর্ধেন্দু বিশ্বাস। এবাই বহরমপুর বইমেলায় কার্যত সাড়া ফেলেছেন পেশায় শিক্ষক অর্ধেন্দুবাবু।

শবদাহ করতে এসে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথগঞ্জ: শবদাহ করতে এসে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিনজনের। শ্মশান থেকে শবদাহ করে বাড়ি ফেরার পথে ট্রাক্টরের সঙ্গে পাথর বোঝাই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের। ঘটনায় গুরুতর জখম আরও সাতজন। দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শনিবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে রঘুনাথগঞ্জ থানার রঘুনাথগঞ্জ মুরারই রাজ্য সড়কের ওপর বারালা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম তড়ক মাল (৪০), রাজা মাল (২৬) ও লক্ষণ মাল (৫০)। তাঁদের বাড়ি বীরভূম জেলার পাইকপাড়ায়। আহতদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রঘুনাথফঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ খ তিয়ে দেখা হচ্ছে। দু'টি গাড়িই আটক করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাইকপাড়ার বাসিন্দা জয়দেব পালের মৃতদেহ সৎকারের জন্য একটি ট্রাক্টরে ৩৫ জন রঘুনাথগঞ্জ এসেছিলেন। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ শ্মশানে ঢোকেন ওই ৩৫ জন। রাত সাড়ে নটা নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন। বারালায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পাথর বোঝাই লরির সঙ্গে শববাহী ট্রাক্টরের মুখে মুখি সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনায় ট্রাক্টর উলটে মৃত্যু হয় তিনজনের। দুর্ঘটনাস্থলের পাশেই এই বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। বিয়েবাড়ির লোকজন এসে আহতদের উদ্ধার করেন। খবর দেওয়া হয় রঘুনাথগঞ্জ থানায়। পুলিশ এসে জেসিবি দিয়ে দু'টি গাড়ি সরিয়ে রাস্তা যানজট মুক্ত করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী মহম্মদ নাজিবুর রহমান বলেন, 'বিকট শব্দ শুনে আমরা ছুটে আসি। দেখি ট্রাক্টর চাপা পড়ে ততক্ষণে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। বাকিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওই ট্রাক্টরটিতে ছিলেন তরুণ মাল।' তিনি বলেন, 'চালকের পাশে চারজন বসেছিলেন। আমরা ট্রাক্টরের ডালায় বসেছিলাম। হঠাৎ লরির সঙ্গে সংঘর্ষে আমরা ছিটকে পড়ি।'

বিজেপির ঝাড়গ্রাম এসটি মোর্চার সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ। বিধানসভা ভোট ও পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপিকে কার্যত ধরাশায়ী করেছে তৃণমূল। এবার সামনে লোকসভা ভোট। রবিবার সকালে লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করতে ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলা এসটি মোর্চার দলীয় কর্মী ও নেতৃত্বদের নিয়ে আয়োজিত হল জেলা কমিটির সাংগঠনিক বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন এসটি মোর্চার কেন্দ্রীয় সম্পাদক খুদিরাম টুডু, এসটি মোর্চার রাজ্য সম্পাদক রামানাথ মুর্মু, এসটি মোর্চার জেলা সভাপতি সনাতন সরেন সহ জেলার বিজেপির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর্তারা।

জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির বুথস্তরে দলীয় সংগঠন চাঙ্গা করার পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি করতে এদিনের এই সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও রবিবার বিকেল ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে সংখ্যালঘু সেলের দলীয় কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত হল জেলা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু সেলের জেলা কমিটির সভাপতি কুজির মির্জা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। লোকসভা নির্বাচনের আগে কী কী দলীয় কর্মসূচি নেওয়া হবে সেইসব বিষয় নিয়ে এদিন আলোচনা হয়।

পাঁচটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর সহ পাঁচজন চালক আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বেআইনি ভাবে বালি পাচার রুখতে অভিযানে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। পাঁচটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর সহ পাঁচজন চালককে আটক করা হয়। ধৃত পাঁচজন চালককে রবিবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বালি বোঝাই ট্রাক্টরগুলি খণ্ডঘোষ এলাকার বালিখ াদান থেকে বালি বোঝাই করে অবৈধ ভাবে বালি পাচার করছিল। সূত্র মারফত খবর পেয়ে অভিযানে নেমে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ খাঁটিকা মোড় এলাকা থেকে ওই ট্রাক্টরগুলিকে আটকে বৈধ কাগজ দেখতে চাইলে ট্রাক্টরের চালকরা বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় তাদের আটক করে ও বালি বোঝাই পাঁচটি ট্রাক্টর আটক করে থানায় নিয়ে যায়। বেআইনি ভাবে বালি বোঝাই করে পাচার রুখতে আগামী দিনে লাগাতার অভিযান চলবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ১০ ডিসেম্বর রবিবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন করা হল পুরুলিয়াতে। অগ্রগামী মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে এই দিন কোটশিলা বাজারে পালন করা হয় দিনটি। মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদিকা সুজাতা সিনহা, পুষ্প মাহাতো, প্রিয়ংবদা সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

তাঁরা জানান, ২০২৩ সাল বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের ৭৫ বছর পূর্তি। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসংঘ এই দিনটিকে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৯৩ সালে ভারতে মানবাধিকার আইন চালু হয় এবং গঠিত হয় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। অগ্রগামী মহিলা সমিতি মনে করে যে, 'আমাদের দেশে মানবাধিকার আজও সুরক্ষিত নয়। মানবাধিকার রক্ষার পথে সবচেয়ে বড় বাধা তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য। দেশের বহু মানুষ এখনও দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। অনেক মানুষ অনাহারে মারা যায়। তাদের জন্য অন্ন, আশ্রয়, চিকিৎসা ও কাজের ব্যবস্থা করতে না পারলে মানবাধিকার রক্ষা করা সম্ভব নয়। সমাজের জাতিভেদ প্রথা, অবহেলা-দমন- পীড়ন, শিক্ষার অভাব, সামাজিক

নিরাপত্তার অভাব মানুষের মানবাধিকার ক্ষুন্ন করছে। পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, কন্যা সন্তানকে অবাঞ্ছিত বলে গণ্য করা নারীদের মানবাধিকার বিরোধী। পুলিশের দুর্ব্যবহার, দমন- পীড়ন মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। প্রশাসনিক দুর্নীতি মানব অধিকারের বিরোধী। নির্বাচনে হিংসা ও কারচুপির ফলেও মানবাধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে। তাই অগ্রগামি মহিলা সমিতি মানবাধিকার রক্ষার্থে রাস্তায় নেমেছে ও লড়াই চালিয়ে যাবে।'

উদ্ধার নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: হাবড়া পুলিশের জালে উদ্ধার নিষিদ্ধ কাফসিরাপ (ফেনসিডিল), আটক দুই পাচারকারী সহ একটি ছোট হাতি গাড়ি। বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্যেই কাফ সিরাপগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে পুলিশের দাবি।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাবড়া থানার পুলিশ গৌড়বঙ্গ রোডের জমিদার বাড়ি গেট এলাকায় হানা দেয়। সেখানেই একটি ছোট হাতি গাড়িকে দেখে সন্দেহ হওয়ায় গাড়িটি দাঁড় করিয়ে পুলিশ তল্লাশি চালাতেই গাড়ি থেকে মেলে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। হাবড়া থানার পুলিশের পক্ষ থেকে কাফ সিরাপগুলোকে উদ্ধার করা হয়। গাড়ির চালক এবং খালাসিকে আটক করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। উদ্ধার হয়েছে ৯৬০ পিস কাপসিরাপ।

উত্তরপাড়া বইমেলা উদ্বোধন করলেন নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি

বনস্পতি দে ● উত্তরপাড়া

উত্তরপাড়া বইমেলা শুরু হল। এই বইমেলা চলবে ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর উত্তরপাড়ার মনমোহন উদ্যান সিএ মাঠে। রবিবার সন্ধ্যায় এই বইমেলা উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি। তিনি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই বইমেলা উদ্বোধন করলেন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত, পাবলিশার্স বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি ব্রিদিব চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্টরা।

উত্তরপাড়ার সমন্বয় পরিচালিত এই বইমেলায় ৮৫টি ছোট বড় স্টল রয়েছে, বেশ কিছু বড় প্রকাশনার সংস্থা বইয়ের স্টল দিয়েছে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি বলেন, 'বইমেলার পক্ষে উত্তরপাড়ার এই মাঠ কলকাতা বইমেলার

মাঠের থেকে কম কিছু নয়। আগে আমাদের বই কিনতে যেতে হত কলেজ স্ট্রিট। এখন দুয়ারে বইমেলা, মানুষের দুয়ারের সামনে বইমেলায় এসে উপস্থিত। সবার এই বইমেলায় এসে ঘুরে দেখা উচিত। এই সরকারের সময় জেলায় জেলায় অনেক বইমেলা ছড়িয়েছে, আগে একটা বই সংগ্রহ করা খুব কষ্টের ছিল। অনেকদিন পরে বই পাওয়া যেত এখন একদিনেই নতুন বই পাওয়া যায়। ভালো করে বই পড়তে হবে। তবেই সব জানা যায়।'

তিনি আরও বলেন, 'উত্তরপাড়া বইমেলার মাঠ খুব সুন্দর। একসঙ্গে এত স্টল সত্যি খুব ভালো লাগছে।' বইমেলা কমিটি উত্তরপাড়া সমন্বয় সম্পাদক দিলীপ যাদব জানালেন, '৮৫ টি বইয়ের স্টল হয়েছে ছোট বড় মিলিয়ে বেশ কিছু নামী প্রকাশনার সংস্থা এসেছে আর এবার এই মাঠেই শেষ বইমেলা। অনেক দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি কিন্তু এই মাঠ আগামী বছর থেকে খেলাধুলার জন্য থাকবে। তবে উত্তরপাড়ায় এই বইমেলা হবে। সবাই বইমেলা দেখতে আসুন। দু'-একটা করে বই কিনুন এটাই আমাদের অনুরোধ।'

বরেলিতে পথ দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু শিশু-সহ আট জনের

বরেলি, ১০ ডিসেম্বর: মধ্যরাতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক শিশু সহ আট জনের। ঘটনাস্থল উত্তরপ্রদেশের বরেলি। নৈনিতাল হাইওয়ের ওপর ঘটে এই দুর্ঘটনা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মধ্যরাতে উত্তর প্রদেশ থেকে আসা গাড়িটির আচমকাই টায়ার ফেটে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাইওয়ের উল্টোদিকের লেনে ঢুকে যায় গাড়িটি। সেই সময়ই ওই লেন দিয়ে হরিদ্বার থেকে বালি বোঝাই একটি ডাম্পার আসছিল। ট্রাকটির গতি বেশি থাকায় ব্রেক কষা সম্ভব হয়নি। সজোরে সংঘর্ষ হয় গাড়িটির সঙ্গে।সংঘর্ষের অভিঘাতে আটকে যায় গাড়ির দরজা, ভিতরেই আটকে পড়েন যাত্রীরা। ধাক্কা মারার পরও গাড়িটিকে কিছুটা টেনে নিয়ে যায় ট্রাকটি। এরপরই গাড়িতে আগুন ধরে যায় গাড়িটিতে। সংঘর্ষের জেরে গাড়ির সবকটি দরজা বিকল হয়ে যাওয়ায় দরজা খোলেনি। কাচ নামিয়ে বের হতে যাওয়ার আগেই আগুন ধরে যায় গাড়িতে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে গাড়ির ভিতরেই মৃত্যু হয় শিশু সহ আট জনের। হাইওয়ে দিয়ে যাওয়া অন্যান্য গাড়ির যাত্রীদের কানে এই আর্তনাদ যতক্ষণে পৌঁছয়, ততক্ষণে আগুনের গ্রাসে চলে গিয়েছে গোটা গাড়িটিই। ফলে সাহায্য করার কোনও উপায়ই ছিল না। এদিকে আগুন ধরে যায় ট্রাকটিতেও।

সূত্রে খবর, বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন একই পরিবারের আট সদস্য। সকলেরই মৃত্যু হয়। তাদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে ট্রাকের চালকের এখনও খোঁজ মেলেনি।

বাগেশ্বর ধামের বাবা ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীকে হুমকির ঘটনায় ধৃত ১

ছতরপুর, ১০ ডিসেম্বর: হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বাগেশ্বর ধামের বাবা ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীকে। সেই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হল পটনা থেকে। অভিযোগ, কয়েক দিন বাগেশ্বর ধামের পণ্ডিতের নাম করে হুমকি মেল আসে। মেলটিতে ১০ লাখ টাকা দাবি করা হয়। টাকা না দিলে ধর্মেন্দ্রকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়। এরপর অভিযোগ দায়ের করা হয় ছতরপুর থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। অভিযুক্ত ধপা পড়ে।

মধ্যপ্রদেশ পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের

নাম করে বাগেশ্বর ধাম আশ্রমের ইমেল আইডিতে একটি হুমকি মেল পাঠিয়ে ১০ লাখ টাকা দাবি করেছিল। স্বঘোষিত ধর্মগুরুকে হত্যার হুমকির মেল এসেছিল ১৯ অক্টোবর। এরপরই থানায় গিয়ে তিনি অভিযোগ জানান।

এই বিষয়ে খাজুরাহোর এসডিপিও সলিল শর্মা জানান, '৩৮২ ধারায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে শুরু হয় তদন্ত। পরে এই ঘটনায় এনআইএ ও ইন্টারপোলের যৌথ উদ্যোগে তদন্ত চালানো হয়। তদন্তের সময় ফের একবার ভুয়ো হুমকি মেল আসে। সেই মেইলটি ট্রেস করেই পটনায় পৌঁছয় পুলিশের দল। ছতরপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তার কাছ উদ্ধার হয়েছে একাধিক মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, সিমকার্ড। সেগুলিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।'

নিখোঁজ ছেলের সন্ধান মিলল কিউআর কোড থেকে, সামনে এল অপহরণের গল্পও

পালঘর, ১০ ডিসেম্বর: চেয়েও বাবার কাছ থেকে টাকা মেলেনি। টাকা পেতে শেষে অপহরণের গল্প ফাঁদল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। নিখোঁজ ছেলেকে ফিরে পেতে বাবা পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ায় সামনে আসে অপহরণের সাজানো ছক। পুলিশি জেরায় সবটা স্বীকারও করেন ওই ছাত্র।

ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার। জানা গিয়েছে, ৭ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি কলেজ ছাত্র ছেলে। আতঙ্কে পুলিশের দ্বারস্থ হন বাবা। থানায় দায়ের করেন নিখোঁজ ডায়েরি।অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তও শুরু করে পুলিশ। এদিকে তারপরেই যুবকের ফোন আসে। সে তাঁর বাবাকে জানায়, তিন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাঁকে অপহরণ করেছে। মুক্তিপণ বাবদ দিতে হবে ৩০ হাজার টাকা।

সাংসদের বাড়ি থেকে উদ্ধার ২৯০ কোটি! কংগ্রেসকে তোপ নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর: শনিবার ওড়িশার কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ ধীরজ সাহুর বাড়ি এবং তাঁর ভাই বান্টি সাহুর বাড়ি থেকে আয়কর হানায় উদ্ধার হয়েছে ২৯০ কোটি টাকার বেশি। এই ঘটনায় তুঙ্গে কংগ্রেস-বিজেপি তরজা। এই ঘটনার রেশ টেনে রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে কংগ্রেসকে তোপ দাগলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। রবিবার তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'এই ঘটনার উত্তর দিতে হবে রাহুল গান্ধিকে'। তিনি বলেন, রাহুলের কাছে এই বিষয়ে পাল্টা কোনও উত্তর নেই। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে নাড্ডা লেখেন, এটাই নতুন ভারত। এখানে পরিবারতন্ত্র চলে না। দোষ যদি কেউ করে তবে আইন ছাড়বে না।

কংগ্রেসকে একহাত নিয়ে নাড্ডা লেখেন, কংগ্রেসের কাছে দুর্নীতির গ্যারান্টি রয়েছে। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে কাজের গ্যারান্টি। আমজনতার প্রতিটি অর্থ উদ্ধার করা হবে বলে এদিন ফের একবার হুঁশিয়ারি দেন নাড্ডা। এই বিপুল পরিমান অর্থ উদ্ধারের পর কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। তিনিও সেদিন জনগনের অর্থ উদ্ধারের বিষয়টিতে জোর দিয়েছিলেন। এটাই ভারত জোড়ো যাত্রার ফল বলে সেদিন প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষে বিদ্ধ হয়েছিল কংগ্রেস। শাহুকে কংগ্রেসের এটিএম মেশিন বলে কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্যও।

প্রসঙ্গত, গত ছয় দিন ধরে আয়কর অভিযান চলছে ওড়িশার বালাঙ্গি জেলায়। এটিকে আয়কর অভিযানে ভারতের সবচেয়ে বড় নগদ উদ্ধারের ঘটনা বলে দাবি করা হচ্ছে। এদিকে সূত্রে খবর, রবিবারও চলে ৪০টি মেশিনের সাহায্যে টাকা গোনার কাজ। রবিবার এই টাকার অঙ্ক ছাড়ায় ৩০০ কোটিরও বেশি। এই টাকা গোনার কাজ করছেন ১০০ জন আয়কর আধিকারিক এবং স্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের কর্মীরা।

এই ঘটনাকে সামনে এনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা লেখেন, 'ভাইসব, তোমরা এবং তোমাদের নেতা রাহুল গান্ধিকে উত্তর দিতে হবে। এটা নতুন ভারত, এখানে ক্ষমতাবান পরিবারের নামে জনসাধারণকে শোষণ মেনে নেওয়া হবে না। তুমি পালাতে পালাতে হাঁপিয়ে যাবে কিন্তু আইন তোমাকে ছাড়বে না।' এরই পাশাপাসি বিজেপি নেতা কটাক্ষ করে এও বলেন, 'কংগ্রেস যদি দুর্নীতির গ্যারান্টি হয়, তবে নরেন্দ্র মোদি হলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে গ্যারান্টি। মানুষের টাকা ফেরাতেই হবে।'

এদিকে কংগ্রেস শিবির থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, ২৯০ কোটি নগদ উদ্ধারের ঘটনায় দায় নিতে হবে অভিযুক্ত নেতাকেই। এই বিষয়ে ওড়িশার কংগ্রেস নেতা সুবোধ কান্ত সহায় জানান, 'আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি ওঁরা মদের ব্যবসা চালান। বস্তা বস্তা টাকা রোজগার করেন। এরপরও ধীরজ সাহু বাড়ি থেকে যে পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়েছে তা চমকে দেওয়ার মতো। ধীরাজ সাহু এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের এর উত্তর দিতে হবে। কে-ই বা এত টাকা নিজের বাড়িতে রাখে!'

সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুন! কাটা মুন্ডু নিয়ে থানায় স্বামী

ভুবনেশ্বর, ১০ জুলাই: সন্দেশের বশে স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, অর্জুন বাঘা প্রবল আক্রোশে স্ত্রীর ধর-মুণ্ডু আলাদা করে দেন। তারপর অবশ্য নিজেই থানায় আত্মসমর্পণ করেন। ঘটনাটি ওড়িশার নয়াগড়ের। তাঁর অবর্তমানে এক যুবকের আনাগোনার খবর পড়শিদের কাছ থেকে শুনেছিলেন বছর তিরিশের ধরিত্রীর স্বামী অর্জুন বাঘা। স্ত্রী ধরিত্রীর ওপর তাঁর সন্দেহ শুরু হয়। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তিও হয়। এদিকে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেও মেলেনি কোনও সদুত্তর। ফলে দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল সন্দেহ। অভিযোগ, গত শনিবার কাজ থেকে বাড়ি ফিরেই রান্নাঘরে গিয়ে ধারাল অস্ত্র বের করে স্ত্রীর গলায় কোপ দেন। ধর থেকে মুন্ডু আলাদা হয়ে যায়। কাটা মুণ্ড নিয়েই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।

সূত্রে খবর, বিদাপাজু গ্রামের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী ধরিত্রীকে সন্দেহ করতেন বেশ কিছুদিন ধরেই। এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে শুনেছিলেন, তাঁর অবর্তমানে বাড়িতে অন্য যুবক আসে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেস্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চরমে উঠছিল। এরপর শনিবার হঠাৎ কোনও কারণ ছাড়াই অর্জুন নিয়ে পেলেন এমনই এক ভয়াবহ সিদ্ধান্ত।

কিশোরী পরিচারিকার ওপর নৃশংস অত্যাচার গুরুগ্রামে

গুরুগ্রাম, ১০ ডিসেম্বর: চরম অমানবিক এবং নৃশংস ঘটনা হরিয়ানার গুরুগ্রামে। সামনে এল এক কিশোরীর পরিচারিকার ওপর অমানবিক অত্যাচারের ঘটনা। গৃহস্থলির কাজে নিযুক্ত এই কিশোরীকে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে গৃহকর্ত্রী এবং তাঁর ছেলেদের বিরুদ্ধে। ১৩ বছরের ওই কিশোরীকে প্রায়শই মারধর করা হত বলে অভিযোগ। এমনকি গৃহকর্ত্রীর দুই ছেলে কিশোরীকে নগ্ন করে রেখে দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ভাবে হেনস্থা করতো বলেও অভিযোগ উঠেছে। ওই নাবালিকা খাবারও দেওয়া হয়নি। তাকে অনেকক্ষণ অভুক্ত অবস্থায় রাখা হয়। এখানেই শেষ নয়, কুকুর লেলিয়ে দিয়ে কামড়ও খাওয়ানো হয়েছে তাকে। মারা হয়েছে লোহার রড ও হাতুড়ি দিয়েও। হরিয়ানা পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনা ঘটেছে গুরুগ্রামের সেক্টর ৫৭তে। নির্যাতিতার মা ঘটনা নিয়ে অভিযোগ দায়েরও করেন থানায়। এরপরই নির্যাতিতাকে অভিযুক্তদের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়। কিশোরীর মায়ের অভিযোগ, প্রায়ই তাঁর নাবালিকা মেয়েকে লোহার রড এবং হাতুড়ি দিয়ে মারতেন যে বাড়িতে তাঁর মেয়ে কাজ করক সেই বাড়ির

লোকেরা। ওই মহিলার দুই ছেলে তাকে জোর করে ঘরে আটকে রাখে। মেয়েটিকে জামা খুলতেও বাধ্য করা হয় বলেও অভিযোগ। এমনকী তারা তার ছবি তোলে এবং তাকে অশ্লীলভাবে স্পর্শ করে বলেও অভিযোগ । সঙ্গে পুলিশ এও জানিয়েছে, ওই নাবালিকার মা তার অভিযোগে জানিয়েছেন যে তার মেয়েকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মাত্র একবার খাবার দেওয়া হয়েছিল। তার মুখে টেপ লাগিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। যাতে সে কোনও শব্দ করতে না পারে এই কারণে ওই টেপ লাগানো হয়। এর পাশাপাশি অভিযুক্তরা পরিচারিকার হাতেও অ্যাসিড ঢালত বলে অভিযোগ। আর এই কথা কাউকে জানানো হলে ওই কিশোরীকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় কিশোরীর মায়ের মহিলার মূল অভিযোগ ওই পরিবারের গৃহকর্ত্রীর বিরুদ্ধে। মেয়েটির মা এও জানান, ২৭শে জুন তিনি তার মেয়েকে পাশের এলাকায় যানবাহন পরিষ্কার করেন এমন এক ব্যক্তির সাহায্যে সেক্টর ৫৭-এর বাসিন্দা শশী শর্মার বাড়িতে কাজ করতে নিয়ে যান। গৃহকত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর ঠিক হয়, তাঁর মেয়ে ওই পরিবারের সঙ্গে থাকবে এবং তাকে মাসে ৯হাজার টাকা করে বেতন দেওয়া হবে। এরপর তিনি মেয়ের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার দেখা করতে দেওয়া হয়নি বা ফোনে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। গুরুগ্রামের পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত পরিবারের তিন সদস্যের বিরুদ্ধে পকসো এবং জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্টের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে।

রাম মন্দিরের পুরোহিত বাছাইয়ে অন্যদের পিছনে ফেললেন পিএইচডি পড়ুয়া মোহিত

অযোধ্যা, ১০ ডিসেম্বর: রাম মন্দিরের পুরোহিত বাছাই পর্ব অবেশেষে শেষ। সূত্রের খবর, ভগবান রামলালার পূজার্চনার জন্য দুধেশ্বরের পড়ুয়া মোহিত পাণ্ডের নাম প্রকাশ্যে এসেছে। এরপর ছয় মাসের জন্য প্রশিক্ষণ চলবে তাঁর।

রাম মন্দিরের নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ। আগামী ২২ জানুয়ারি রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।

এদিকে রাম মন্দিরের পুরোহিত নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছিল। প্রায় ৩ হাজার পুজারি ইন্টারভিউ দেন। তার মধ্যে থেকে বাছাই করা হয় ২০ জনকে। সেই তালিকায় অন্যতম এই মোহিত পাণ্ডে। এখনও পর্যন্ত সকলকে ছাপিয়ে এগিয়ে রয়েছেন তিনিই। এই ২০ জনেরই ছয় মাস পর্যন্ত ট্রেনিং হবে। তারপর হবে চূড়ান্ত পর্বের নিয়োগ।

এই প্রসঙ্গে বৈদ্য বিদ্যাপীঠের আচার্য লদীকান্ত পাড়ি জানান, 'মোহিত সীতাপুরের বাসিন্দা। দুধেশ্বরনাথ বৈদ্য বিদ্যাপীঠে তিনি সাত বছর পর্যন্ত সামবেদের শিক্ষালাভ করেছেন। এরপর আচার্য পদের শিক্ষার জন্য তিনি তিরুপতি পাড়ি দেন।' আচার্য ডিগ্রি প্রাপ্ত হওয়ার পর পিএইচডি-র প্রস্তুতি নিচ্ছেন মোহিত। এর মধ্যেই রাম মন্দিরের পুরোহিত নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেখে উৎসাহিত হয়ে পড়েন। আবেদন করেন এই পদের জন্য। তিন হাজার জনের মধ্যে থেকে বাছাই হওয়ার পর উচ্ছ্বসিত মোহিতও।

দুধেশ্বরনাথ মন্দিরের মোহন্ত নারায়ণ গিরি বলেন, 'গোটা জেলার কাছে গর্বের বিষয়।' রাম মন্দির ট্রাস্টের সদস্য অনীল মিশ্র জানান, 'আবেদনকারীদের বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। শ্রী রামনন্দনীয় দীক্ষা নিতে হবে প্রত্যেক আবেদনকারীকে। শর্ট লিস্টেট পুরোহিত প্রার্থীরা ছয় মাস পর্যন্ত ট্রেনিং পাবেন। তবে আবেদনকারীকে গুরুকুল শিক্ষা পদ্ধতিতেই শিক্ষিত হতে হবে।'

এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, শ্রী রাম মন্দির তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট সম্প্রতি পুরোহিতদের বেতন বৃদ্ধি করেছে। মে মাসের এই বৃদ্ধির পর রাম মন্দিরের মুখ্য পুরোহিত ১৫ হাজার ৫২০ টাকা থেকে বেড়ে ২৫ হাজার টাকা পাচ্ছিলেন। ৮ হাজার ৯৪০ টাকা থেকে বেড়ে সহকারী পুরোহিতের বেতন হয় ২০ হাজার টাকা। অক্টোবর মাসে দ্বিতীয়বার বেতন কাঠামো পরিবর্তন করা হয় রাম মন্দিরে। নয়া পরিকাঠামো অনুযায়ী, এখন রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের বেতন ৩২ হাজার ৯০০ টাকা। সহকারী পুরোহিতের বেতন ৩১ হাজার টাকা।

সংঘর্ষবিরতি চেয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে আনা প্রস্তাবে ভিটো আমেরিকার

গাজা, ১০ ডিসেম্বর: ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন যুদ্ধের তৃতীয় মাস এটি। মানবিক কারণে সংঘর্ষবিরতি চেয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে আনা একটি প্রস্তাবে রবিবার ভিটো দেওয়া হল আমেরিকার তরফে।

ভিটো দেওয়ার পর রাষ্ট্রপুঞ্জে আমেরিকার উপরাষ্ট্রদূত রবার্ট উড বলেন, 'এখন ইজরায়েলি সামরিক অভিযান থামিয়ে দিলে গাজার ক্ষমতা থাকবে হামাসের হাতে। ফলে আবার একটি যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে যাবে। নিরাপত্তা পরিষদের তরফে হামাসের তরফে কড়া নিন্দা করা হয়েছে। ইজরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে।' তাঁর দাবি, 'আমেরিকা চায়, ইজরায়েলি ও

প্যালেস্তিনীয়দের শান্তি বজায় থাকুক। সেখানে সবসময়ের জন্য শান্তি আসুক। কিন্তু এই প্রস্তাবে যে সংঘর্ষবিরতির কথা বলা হয়েছে তা স্থায়ী হবে না। ফলে ফের একটি লড়াইয়ের আশঙ্কা থেকেই যাবে। ফলে এই প্রস্তাবের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির কোনও যোগ নেই।' রাষ্ট্রপুঞ্জে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত জিলাড এরডান বলেন, 'সব পণবন্দি মুক্তি পাওয়ার পাশাপাশি হামাসের শেষ হলে তবেই সংঘর্ষবিরতি সম্ভব।'

রাষ্ট্রপুঞ্জে প্যালেস্তিনীয় দূত রিয়াড মনসুর বলেন, 'লক্ষ লক্ষ প্যালেস্তিনীয় জীবন বিপর্যস্ত। প্রতিটি জীবনই রক্ষা করার যোগ্য।' সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাষ্ট্রদূত মহম্মদ আবুশাহাব বলেন, 'গাজায় ক্রমাগত বোমাবর্ষণ থামানোর প্রস্তাব যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমর্থন না করতে পারি তবে আমরা কী বার্তা দিচ্ছি?' আমেরিকার পদক্ষেপের সমালোচনা করে হামাস বলে, 'আমেরিকা সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাবে বাধা দিয়ে প্যালেস্তিনীয়দের গণহত্যায় দখলদার বাহিনীকে সরাসরি সাহায্য করার মতো কাজ করছে। এতে গণহত্যার সংখ্যা দীর্ঘায়িত হবে।'

বাইডেনকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা ডোনাল্ড ট্রাম্পের

আমেরিকা, ১০ ডিসেম্বর: ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আসন্ন। কে মসনদে ফিরবে, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। জো বাইডেনের ফেরার সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনই সাম্প্রতিক এক সমীক্ষার দাবি বাইডেনকে হারিয়ে ফের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মার্কিম সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, লড়াই হবে শেয়ানে শেয়ানে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে ৪ শতাংশ এগিয়ে রয়েছেন ট্রাম্প। সমীক্ষা অনুযায়ী, ট্রাম্প যেখানে ৪৭ শতাংশ, সেখানে বাইডেনের ৪৩ শতাংশ। এই সমীক্ষার পর থেকেই ট্রাম্পের মসনদে ফেরার সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়েছে। তবে শেষপর্যন্ত জো বাইডেন নির্বাচনে লড়বেন কিনা তা নিয়ে এখনও অনিশ্চিয়তা

রয়েছে। ট্রাম্প ফের ক্ষমতায় এলে একনায়ক হয়ে ওঠার আশঙ্কা করছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। যদিও সেই আশঙ্কাকে উড়িয়ে খোদ ট্রাম্পই এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় জানান, ক্ষমতায় এলে তিনি মোটেই একনায়ক হয়ে উঠবেন না। তবে শুধু প্রথম দিন তিনি একনায়ক হবে! তাঁর দাবি, প্রথম দিনই দেশের দক্ষিণ সীমান্ত, যেদিকে মেক্সিকো রয়েছে তা সিল করে দেবেন তিনি। একই সঙ্গে তেল খননও বাড়াবেন।

এমনকি তাঁর আরও দাবি, তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন চারপাশে শান্তি বজায় ছিল। ভোট প্রচারে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন শক্তি প্রদর্শন করা হত ঠিকই, তবে শান্তি বজায় ছিল। কিন্তু এখন চারদিক সমস্যায় জর্জরিত। ইজরায়েলে যা অনাচার চলছে, আমি প্রেসিডেন্ট থাকলে এসব হত না।'

কার্গিল যুদ্ধে মত না দেওয়ায় ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন নওয়াজ!

পাকিস্তান, ১০ ডিসেম্বর: ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে মত ছিল না পাকিস্তানের তৎকালীন সেনাপ্রধান পারভেজ মুশারফের। আর সেই কার্গিল যুদ্ধের পরিকল্পনায় মত না দেওয়ার জন্যই তাঁকে নাকি ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছিল বলে সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিত দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছে নওয়াজের দল পাকিস্তান মুসলিম লিগ। তার আগে নওয়াজ শরিফ এই মন্তব্য করায়, তা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করার ইঙ্গিত কি না, তা নিয়ে চর্চা

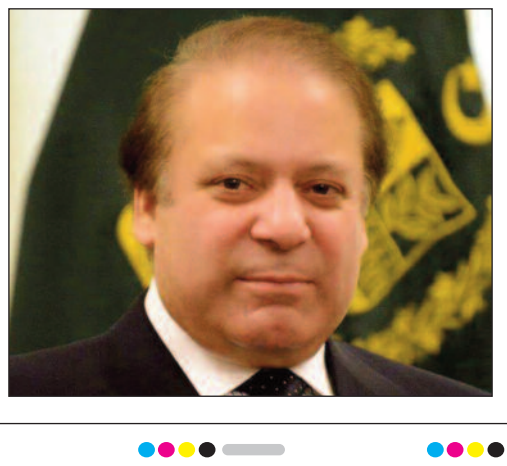

শুরু হয়েছে।

এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়, তাঁকে যে বার বার ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছিল, তার কারণ কী? উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ১৯৯৯ সালের ঘটনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন ও বলেন, 'আমি কার্গিল পরিকল্পনার কথা শুনে তার বিরোধিতা করি। আমি তাতে সায় দিইনি। পরে আমার কথাই সত্যি বলে প্রমাণিত হলেও আমাকে ক্ষমতা হারাতে হয়।'

জেলবন্দি ইমরান খানকে 'অনভিজ্ঞ' বলে কটাক্ষ করে নওয়াজ শরিফ দাবি করেন, তাঁর দল শাসনভার গ্রহণ না করলে অর্থনীতি খাদের কিনারায় পৌঁছে যেত।

একটা বাজে ম্যাচ রোহিতকে খারাপ অধিনায়ক বানায়নি, বলছেন গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে ভারত দুর্দান্ত খেলেছে। টানা ৯ ম্যাচ জিতে উঠেছিল ফাইনালে। তবে ফাইনালে ভারত মুখ থুবড়ে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার সামনে। পুরো বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলেও তাই ভারত আরও একবার বিশ্বকাপহীন। বিশ্বকাপে ভালো খেলা তাদের জন্য নতুন কিছু নয়। ভারতের চাই শিরোপা।

২০১৫ ও ২০১৯ বিশ্বকাপেও ভারত সেমিফাইনাল খেলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই শিরোপা জেতাতে না পারায় পুরো বিশ্বকাপে প্রশংসায় ভাসা অধিনায়ক রোহিত শর্মার সমালোচনা হয়েছে, হচ্ছে। ভারতের হয়ে দুটি বিশ্বকাপ জেতা ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর অবশ্য এখনো রোহিতকে প্রশংসাতেই ভাসিয়ে রাখছেন। তাঁর দাবি, একটা বাজে ম্যাচ রোহিতকে খারাপ অধিনায়ক বানিয়ে দেয়নি।

ভারতের অধিনায়কত্ব স্থায়ীভাবে পাওয়ার আগে মুম্বাইকে অধিনায়ক হিসেবে পাঁচটি আইপিএল শিরোপা জিতিয়েছেন রোহিত। রোহিতের হাতেই ভারতের নেতৃত্ব থাকা উচিত, এমন কথা রোহিত দায়িত্ব পাওয়ার আগে থেকেই বলছেন গম্ভীর।

বিশ্বকাপে ফাইনালে হারার পরও নিজের কথাতে স্থির আছেন গম্ভীর। একটি পডকাস্টে তিনি বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে রোহিত দারুণ কাজ করেছে। পাঁচটি আইপিএল ট্রফি জেতা সহজ নয়। ওয়ানডে বিশ্বকাপে যেভাবে ভারত দাপট দেখিয়েছে, ফাইনালের আগেও আমি বলেছিলাম, ফলাফল যা,ই হোক না কেন, ভারত চ্যাম্পিয়ন দলের মতো খেলেছে। একটা বাজে ম্যাচ রোহিত শর্মা বাজে অধিনায়ক ও এই দল খারাপ হয়ে যায়নি। শুধু একটা বাজে ম্যাচের জন্য রোহিতকে যদি খারাপ অধিনায়ক বলেন, এটা ন্যায্য হবে না।'

ভারত এরই মধ্যে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দল গোছানো শুরু করেছে। চলতি বছর ভারতের হয়ে কোনো টি-টোয়েন্টি না খেলা রোহিত বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় আছেন কি না, সেটা নিশ্চিত নয়।

ফর্ম থাকলে রোহিতের হাতেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নেতৃত্ব থাকা উচিত বলে মনে করেন গম্ভীর, 'রোহিত যদি ভালো ছন্দে থাকে, ওরই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। রোহিত যদি ছন্দে না থাকে, যে ক্রিকেটারই ফর্মে থাকবে না, বিশ্বকাপ দলে তাকে নেওয়া উচিত নয়। অধিনায়কত্ব একটা দায়িত্ব। প্রথমে একজন খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হতে হবে এরপর আপনাকে অধিনায়ক বানানো হবে। অধিনায়কের অবশ্যই ফর্মের বিচারে সেরা একাদশে জায়গা নিশ্চিত থাকতে হবে।'

গম্ভীর যোগ করেন, 'দল থেকে বাদ দেওয়া ও দলে নেওয়ার জন্য বয়স কোনো মানদণ্ড হতে পারে না। ফর্ম শুধু মানদণ্ড হওয়া উচিত। অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তও ব্যক্তিগত, কেউ কাউকে বাধ্য করতে পারে না।

নির্বাচকদের অধিকার আছে তাকে না নেওয়ার, কিন্তু কেউ কারও কাছ থেকে ব্যাট-বল কেড়ে নিতে পারে না। ফর্মকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।'

ডারবানে ভারত-সাউথ আফ্রিকা প্রথম টি-২০-র আগে বৃষ্টি শুরু।

ঘরের মাঠে ২৫ বছর পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২১ বছর বয়স। ঘরোয়া ক্রিকেটে খুব বেশি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা আছে, তা নয়। ম্যাথু ফর্ড লিস্ট এ ম্যাচসহ খেলেছেন ১২টি আর সব মিলিয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ১৮টি। তবে এই স্বল্প অভিজ্ঞতাই যে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পারফর্ম করার জন্য যথেষ্ট ছিল, সেটা তিনি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক ম্যাচে প্রমাণ করলেন।

পেস, বাউন্স আর সিম মুভমেন্টে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে প্রথম ২৫ বলেই নিলেন ৩ উইকেট। বৃষ্টিবিঘ্নিত সিরিজ,নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে জেতালেন দলকে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২০০৭ সালের পর এটাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জয়। আর নিজেদের মাটিতে ২৫ বছর পর ইংল্যান্ডকে এই সংস্করণে সিরিজ হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ব্রিজটাউনে এদিন দুই ঘণ্টার বৃষ্টির কারণে ম্যাচ নেমে আসে ৪৩ ওভারে। ম্যাচ শুরুর পর আবার বৃষ্টি হলে খেলা হয় ৪০ ওভার। ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার দিনে ৪০ ওভারে ইংল্যান্ড তোলে ৯ উইকেটে ২০৬ রান। ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৪ ওভারে ১৮৮ রান, যা ৪ উইকেট আর ১৪ বল হাতে রেখেই টপকে যায় ক্যারিবীয়রা।

৮ ওভারে ২৯ রানে ৩ উইকেট; এমন স্পেলে ম্যাচের ছন্দ ঠিক করে দেন ফর্ড। এরপর ১৮৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে কিসি কার্টির অর্ধশতক, অলিক অ্যাথানাজের ৪৫ ও রোমারিও শেফার্ডের ২৮ বলে ৪১ রানের ক্যামিওতে জয় পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

টসে হেরে আগে ব্যাট করা ইংল্যান্ড এদিন শুরুতেই বড় ধাক্কা খায়। ৮ রানেই হারায় ওপেনার ফিল সল্ট ও তিন নম্বরে ক্রিজে আসা জ্যাক ক্রলির উইকেট। ৪৫ রানে ফেরেন আরেক ওপেনার উইল জ্যাকস। আগের ম্যাচে অর্ধশতক করে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দেওয়া অধিনায়ক জস বাটলার করেন শূন্য রান। এতে ৯.৪ ওভারে ৪৯ রানেই ৫ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড।

সেখান থেকে ইংল্যান্ডকে টেনে তোলেন বেন ডাকেট ও লিয়াম লিভিংস্টোন। গড়েন ৮৮ রানের জুটি। ১৩৭ রানে ব্যক্তিগত ৭১ রানে ডাকেট ও ১৪২ রানে ব্যক্তিগত ৪৫ রানে ফিরে যান লিভিংস্টোন। এরপরও ইংল্যান্ডের রান ২০০ পার হয় শেষ উইকেট জুটিতে ম্যাথু পটস ও গাস আটকিনসন ৩৫ রানের জুটি গড়লে। ম্যাচসেরা ফর্ড, সিরিজসেরা শাই হোপ।

অভিষেক ম্যাচেই ম্যাচসেরা হয়ে ফর্ড বলছেন, 'পর্দার আড়ালে অনেক কঠিন পরিশ্রম করেছি। ক্যাম্পে কঠিন অনুশীলন করেছি। স্বপ্ন সত্যি হয়েছে, আমার জন্য বিশেষ কিছু। সবাইকে ধন্যবাদ এটা সম্ভব করার জন্য। ঘরের মাঠের দর্শকদের সামনে, মা,বাবার সামনে...এটা হৃদয়গ্রাহী।'

ম্যাচ হেরে হতাশ বাটলার দুষছেন দ্রুত ৫ উইকেট হারানোকে, 'ব্যাট হাতে কিছু রান কম করেছি। ৪০ রানে ৫ উইকেট হারানো আমাদের বড় ধাক্কা দিয়েছে। মাঠ অনেক ভেজা ছিল, বল হাতে আমরা ভালোই করেছি। স্পিনাররা খেলায় ফিরিয়েছিল। ছেলেদের জন্য দীর্ঘ যাত্রার এটা মাত্র শুরু। আশা করছি, ভবিষ্যতের জন্য কিছু গড়তে পারব।'

পিচ বিপজ্জনক,বন্ধ হয়ে গেল বিগ ব্যাশের ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পিচ খেলার অনুপযোগী হওয়ায় বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন রেনেগেডস,পার্থ স্কোরচার্স ম্যাচ পণ্ড হয়ে গেছে। নির্ধারিত সময়ে টস এবং ম্যাচ শুরু হলেও ৬.৫ ওভার পর খেলা বন্ধ হয়ে যায়। পরে মাঠ পরীক্ষা করে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

রেনেগেডস,স্কোরচার্স ম্যাচটি হয়েছে সাউথ গিলংয়ের কার্দিনিয়া পার্কে। আগের রাতে স্টেডিয়াম অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় কাভারের নিচে ঢাকা পিচও সিক্ত হয়ে পড়ে। ম্যাচ শুরুর আগপর্যন্ত শুকানোর চেষ্টা চালালেও সেটি পুরোপুরি সফল হয়নি।

টসের সময় রেনেগেডস অধিনায়ক নিক ম্যাডিনসন ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে ভেজা পিচের প্রসঙ্গ টানেন। পরে স্কোরচার্স ব্যাট করতে নামলে উইকেটের অসম বাউন্স বোলার, ব্যাটসম্যান দুই পক্ষের জন্যই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে।

ইনিংসের সপ্তম ওভারে উইল সাদারল্যান্ডের পঞ্চম ডেলিভারি অফ স্টাম্পের বেশ বাইরে পড়ার পর অস্বাভাবিক আচরণ করলে এ নিয়ে আম্পায়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ব্যাটসম্যান জস ইংলিস। তখনই ম্যাচ বন্ধ করে দেন দুই আম্পায়ার। সিদ্ধান্ত নেন, মাঠের পরিস্থিতি পরখ করা হবে। এর কিছুক্ষণ পর এই উইকেটে খেলা চালানো সম্ভব নয় জানিয়ে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন তাঁরা।

খেলা বন্ধের আগে স্কোরচার্সের রান ছিল ২ উইকেটে ৩০, অ্যারন হার্ডি ২৩ বলে ২০ আর ইংলিস ৭ বলে ৩ রানে ব্যাট করছিলেন।

পরে খেলা পরিত্যক্তের বিষয়ে আম্পায়ার বেন ট্রেলোর বলেছেন, 'শেষ ডেলিভারিটিতে উইকেটের অস্বাভাবিক আচরণ দেখলাম আমরা। আমাদের মনে হয়েছে, এটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। যে কারণে খেলা থামিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।'

পিচের কন্ডিশন ভালো না হওয়ার পরও খেলা শুরু করা নিয়ে ট্রেলোর জানান, শুরুতে আশাবাদী ছিলেন তাঁরা, 'প্রথমে ভালোই মনে হয়েছিল। আর খেলা শুরু না করলে এ ধরনের পরিস্থিতি পুরোপুরি আঁচও করা যায় না। প্রথম কয়েক ওভারের পরও মনে হয়েছে খেলা শেষ করা যাবে। কিন্তু শেষ বলটা দেখে আমাদের বিবেচনায় বিপজ্জনকই মনে হয়েছে।'

উইকেট নিয়ে আগে থেকে সন্দেহ থাকলেও দুই দলের মিলিত সিদ্ধান্তেই খেলা মাঠে গড়িয়েছে বলে জানান স্কোরচার্সের অধিনায়ক অ্যাস্টন টার্নার, 'এই উইকেট নিয়ে আগে থেকেই ভাবনা ছিল। তবে দুই দলই ভেবেছি চেষ্টা করা যাক। সৌভাগ্যজনকভাবে কেউ আহত হয়নি।'

মেলবোর্ন রেনেগডসের জেনারেল ম্যানেজার জেমস রোজেনগার্টেন এক বিবৃতিতে জানান, যাঁরা ম্যাচ টিকিট কিনেছেন তাঁরা ফেরত পাবেন।

পঞ্জাবের বিরুদ্ধে পয়েন্ট খুইয়েও খুশি ইস্টবেঙ্গল কোচ, প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ফুটবলারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগের ম্যাচে পাঁচ গোল দেওয়ার পর ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে আশা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল সমর্থকদের। কিন্তু পরের ম্যাচে পঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে আটকে গেল লাল-হলুদ। সেই ম্যাচে এক পয়েন্ট নিয়েই খুশি থাকতে হল তাদের। কিন্তু কোচ কার্লেস কুয়াদ্রত যদিও সেই ফলে একেবারেই হতাশ নন। পয়েন্ট খুইয়েও তাঁর গলায় দলের প্রশংসা।

পঞ্জাব ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পেয়ে কুয়াদ্রাত বলেন, আমরা খারাপ খেলিনি। পঞ্জাব রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলেছে। আমাদের ফুটবলারদের যাবতীয় চেষ্টা করে আটকে দিয়েছে ওরা। আমরা ওদের চেয়ে অনেক বেশি আক্রমণ করেছি। গোল করতে পারিনি।

বার বার আক্রমণ করেও গোল পায়নি ইস্টবেঙ্গল। কুয়াদ্রাত বলেন, গোলের সামনে গিয়ে আমরা ভাল খেলতে পারিনি। তবে দলের ছেলেদের চেষ্টায় আমি খুশি। আগের ম্যাচে পাঁচ গোলে জয়ের পরেও আমরা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে যাইনি। তিন পয়েন্ট পাওয়ার জন্য লড়াই করেছি শেষ পর্যন্ত। তবে ফুটবলে তো গোলটাই আসল। আমরা চেষ্টা করেও গোল পাইনি। তবে গোল খাইনি। তিন পয়েন্ট খোয়াইনি। গোল না পেলে গোল আটকাতে হবেই। পরের দু'টি ম্যাচে জিততেই হবে।

দলের রক্ষণেরও প্রশংসা করেন কুয়াদ্রাত। তিনি বলেন, আমাদের রক্ষণ যথেষ্ট শক্তিশালী। গোল খাওয়া বন্ধ করা প্রয়োজন ছিল। পঞ্জাবকে কোনও সহজ সুযোগ তৈরি করতে দিইনি। যে শটটা পোস্টে লাগল, সেটা ছাড়া ওরা আর কোনও ভাল সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। আমাদের আক্রমণ ভাগের ফুটবলারেরা অনেক বেশি সুযোগ তৈরি করতে পেরেছিল। এই ম্যাচে হয়তো আমরা এক গোলে জিততে পারতাম। কিন্তু সে জন্য তো বল গোলে ঢোকাতে হবে। সেটাই পারিনি আমরা।

ম্যান সিটির পর আর্সেনালকে হারিয়ে অ্যাস্টন ভিলা কি শিরোপার দাবিদার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত সপ্তাহে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ১-০ গোলে জয়ের পর থেকে আলোচনার কেন্দ্রে অ্যাস্টন ভিলা। সেই জয়ে ম্যান সিটিকে চারে পাঠিয়ে নিজেরা উঠে আসে তিনে। কিন্তু অ্যাস্টন ভিলা নিজেদের স্বপ্নযাত্রা সেখানেই থামাতে চায়নি; এবার তারা হারিয়ে দিল আর্সেনালকে। ভিলা পার্কে আর্সেনালের বিপক্ষে দারুণ খেলে ১-০ গোলে জিতেছে উনাই এমেরির দল।

এই ম্যাচ জিতলে লিভারপুলকে সরিয়ে শীর্ষে ওঠার সুযোগ ছিল আর্সেনালের। কিন্তু হেরে গিয়ে এখন 'গানার'রা নেমে গেছে দুইয়ে। পরপর দুই ম্যাচে গত মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন ও পয়েন্ট তালিকার দুই নম্বর দলকে হারানোর পর এখন তিনে থাকা অ্যাস্টন ভিলা শিরোপার দাবিদার কি না, সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে; যদিও শিরোপা জিততে এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে দলটিকে।

শিরোপার জেতার প্রসঙ্গ আপাতত সরিয়ে রাখলেও অ্যাস্টন ভিলা দুর্দান্ত এই যাত্রায় এরই মধ্যে বেশ কিছু নতুন কীর্তি গড়েছে। অ্যাস্টন ভিলা নিজেদের ইতিহাসে পঞ্চমবারের মতো ১৬ ম্যাচ পর ৩৫ বা তার বেশি পয়েন্ট পেয়েছে, যেখানে আগের চারবারের তিনবারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা, আর অন্য একবার হয়েছিল দ্বিতীয়। ঘরের মাঠে টানা জয়েও নতুন এক মাইলফলক স্পর্শ করেছে ক্লাবটি।

ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অ্যাস্টন ভিলা নিজেদের মাঠে টানা ১৫ ম্যাচ জেতার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এ ছাড়া পরপর দুই ম্যাচে আগের মৌসুমের শীর্ষ দুই দলের মুখোমুখি হয়ে চতুর্থ দল হিসেবে তাদের হারানোর কৃতিত্ব দেখিয়েছে অ্যাস্টন ভিলা। এর আগে এই কীর্তি গড়েছিল লিভারপুল (২০০০), সাউদাম্পটন (২০০১), ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (২০০২)।

প্রশ্ন হচ্ছে, এমন দুর্দান্ত জয়যাত্রার পরও অ্যাস্টন ভিলাকে কি শিরোপার দাবিদার বলা যায়? কাগজে-কলমে ১৯৮০-৮১ মৌসুমের পর (সেবার লিগ জিতেছিল অ্যাস্টন ভিলা) এই প্রথম এমন উড়ন্ত সূচনা পেয়েছে দলটি। দলের কোচ এমেরি অবশ্য এখনই এ প্রসঙ্গ সামনে আনতে চান না।

আর্সেনালকে হারানোর পর এমেরি বলেছেন, '৩০-৩২ ম্যাচ পর আমি বিষয়টি নিয়ে কথা বলব। যদি আমরা তখনো এই অবস্থানে থাকি, তবে হয়তো আমরা এ প্রসঙ্গে কথা বলতে পারব। শুরুতেই আমরা শিরোপার দাবিদার নই। এখন মাত্রই ১৬ ম্যাচ খেলা হয়েছে। আমরা এখন সেরা চারে আছি এবং আমরা অবশ্যই সেটা ধরে রাখার চেষ্টা করব।'

ভিলা অধিনায়ক জন ম্যাগনিনও বলেছেন, এখনই শিরোপা জয় নিয়ে কথা বলার সময় আসেনি। তিনি আরও বলেছেন, 'এটা ১৬তম ম্যাচ। আমাদের এখনো অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে।'

অ্যাস্টন ভিলার দায়িত্ব নেওয়ার পর ৪১ ম্যাচের ২৬টিতে দলকে জয় এনে দিয়েছেন এমেরি। ২০২৩ সালে দলটি সব মিলিয়ে ২৪ ম্যাচ জিতেছে। তাদের চেয়ে বেশি ম্যাচ জিতেছে শুধু সিটি (২৬)। এমন দুরন্ত গতিতে ছুটে চলা দলটিকে নিয়ে ইংল্যান্ডের সাবেক মিডফিল্ডার জেমি রেডনাপ বলেছেন, 'এটা তাদের (অ্যাস্টন ভিলা) জন্য রোমাঞ্চকর এক সময়।'

দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর ভিলা,সমর্থকদের দারুণ কিছু আশা করা অমূলক মনে করছেন না সাবেক আর্সেনাল মিডফিল্ডার কারেন কারনে, 'তারা ম্যান সিটিকে হারানোর পর এখন আর্সেনালকে হারাল। কিছু একটা জেতার আশা সমর্থকেরা করতেই পারেন।'

ভিলাকে এখনই শিরোপার দাবিদার বলতে চান না সাবেক ইংলিশ তারকা ফিল নেভিলও। তিনি বলেছেন, 'আমি মনে করি না তারা শিরোপা,দৌড়ে আছে। তবে ১৬ ম্যাচ তারা সবচেয়ে মুগ্ধতা জাগানো এবং ধারাবাহিক দল।'

বিশ্বকাপে হারার পর শোধ তুলল পাকিস্তান, ক্রিকেটের অন্য মঞ্চে ভারতকে হারাল বাবরের দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বড়দের বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারালেও ছোটদের প্রতিযোগিতায় হেরে গেল ভারত। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে ভারতকে ৮ উইকেটে হারাল পাকিস্তান। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৫৯ রান করে ভারত। ১৮ বল বাকি থাকতে সেই রান তাড়া করে জিতে যায় পাকিস্তান। তাদের হয়ে শতরান করেন আজান আওয়াইস। অর্ধশতরান করেন অধিনায়ক সাদ বেগ।

দুবাইয়ের মাঠে টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। ভারতের শুরুটা ভালই হয়েছিল। দুই ওপেনার আদর্শ সিংহ ও আরশিন কুলকর্নি ভাল খেলছিলেন। আরশিন ২৪ রান করে আউট হন। আদর্শ ৬২ রান করেন। মিডল অর্ডারে পর পর উইকেট পড়ায় সমস্যায় পড়ে ভারত। অধিনায়ক উদয় সাহারান ছাড়া বাকিরা দাঁড়াতে পারেননি। উদয় ৬০ রান করেন।

শেষ দিকে সচিন ধাস ৫৮ রান না করলে ২৫০ পার হত না ভারতের। সচিন ৪২ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলেন। ভারতকে আটকে রাখার কৃতিত্ব পাকিস্তানের বোলারদের। মহম্মদ জিশান ৪৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন। ২টি করে উইকেট নেন আমির হাসান ও উবেইদ শেখ। ১টি উইকেট যায় আরাফাত মিনহাসের ঝুলিতে।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ওপেনার শামিল হুসেনকে হারায় পাকিস্তান।

কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটে শাহজাইব খানের সঙ্গে জুটি বাঁধেন আজান। প্রথমে কিছুটা সাবধানে খেললেও এক বার চোখ জমে যাওয়ার পরে হাত খুলে খেলা শুরু করেন তাঁরা। অহেতুক ঝুঁকি নেননি দুই ব্যাটার। শাহজাইব ৬৩ রান করে আউট হলে আজানের সঙ্গে জুটি বাঁধেন অধিনায়ক সাদ। সেই জুটি আর ভাঙতে পারেননি ভারতীয় বোলারেরা। তারই খেসারত দিতে হয় দলকে। আজান অপরাজিত ১০৫ ও সাদ অপরাজিত ৬৮ রানে মাঠ ছাড়েন। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে ২টি উইকেটই নেন মুরুগান অভিষেক।

এই ম্যাচ জেতার ফলে এশিয়া কাপের গ্রুপ এ-র শীর্ষে পাকিস্তান। দু'টি খেলে দু'টি ম্যাচই জিতেছে তারা। ভারত একটি জিতেছে ও একটি হেরেছে। পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তারা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**